জামেয়া দারুল ইহসান (নুরুন্নবী) মাদরাসা

মন্ডলপাড়া, নিশিন্দারা, বগুড়া।

ছয় বছর মেয়াদী কোর্সে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষার এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীয়া মাদরাসার কিছু শিক্ষার্থী এবং বয়স্ক হাফেজে কুরআন তাদের স্বাভাবিক শিক্ষা জীবন শেষ করার পর দ্বীনি ইলম হাসিল করার আকাংখা অন্তরে থাকা সত্ত্বেও সময়ের প্রতিকূলতার কারনে তাদের সে আশা পূরণ হয়না। তাই ঢাকা-চট্টগ্রামের পর বগুড়ায় উক্ত শিক্ষার্থীদের কে ছয় বছরে দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) পর্যন্ত শিক্ষা প্রদানের লক্ষে ২০০২ ইং সালে জামেয়া দারুল ইহসান মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উল্লেখ্যঃ শিক্ষা কাল ছয় বছর হলেও ক্বওমী মাদরাসার কোন কিতাব বাদ পড়েনা। কারণ * পুরা বছরে খুবই সংক্ষিপ্ত ছুটি হয় * শিক্ষার্থীরা ও শিক্ষিত ও বয়স্ক হয় * সকল ছাত্র নিজ উদ্যোগ ও উৎসাহে পড়া লেখায় ব্রতী হয় * চালাও ভাবে ছাত্র-উস্তাদগণকে দিয়ে কালেকশন করানো হয় না।

আল্লাহর মেহের বাণীতে মক্তব, হেফজ খানা সহ প্রথম জামায়াত (ক্লাস) থেকে মিশকাত শরীফ (উলা জামায়াত) পর্যন্ত সুযোগ্য উস্তাদ দ্বারা মাদরাসাটি সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

আল্লাহর মেহেরবাণীতে মসজিদ হয়ে গেছে। তবে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ফতোয়া বিভাগ খোলার জন্য মাদরাসার ঘরের অতিব প্রয়োজন।

অতএব, ঘর নির্মাণ এবং মাদরাসা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য সবার নিকট দোয়া প্রার্থী।

বিঃদ্রঃ কারাবালা মাদরাসা হতে সামান্য উত্তর দিকে মাদরাসাটি অবস্থিত।

ইতি

মুহাম্মদ আব্দুল হক আজাদ
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
জামেয়া দারুল ইহসান (নুরুন্নবী) মাদরাসা, বগুড়া।
ফোনঃ ০৫১-৫১৭৭৫, মোবাঃ ০১৭১১-১১৬৫৬৯
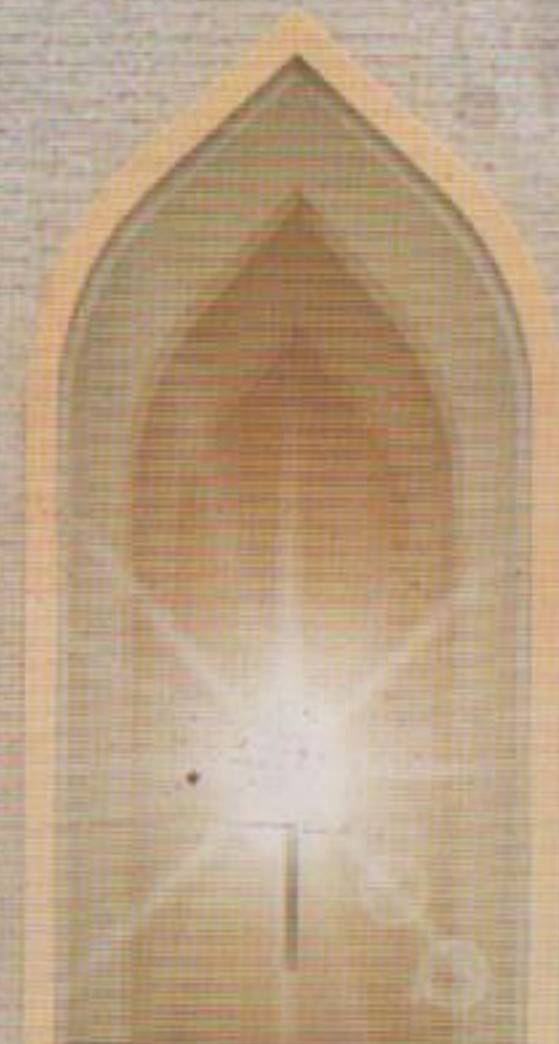
মুহাম্মদ আব্দুল হক আজাদ

মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তোমাদের মধ্য থেকে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাছুল এবং সর্বশেষ নবী। [ছুরা আহ্যাব, আয়াত নং ৪০]

খতমে নবুওয়ত

মুহাম্মদ আব্দুল হক আজাদ
সিনিয়র উস্তাদ, কাছেমুল উলূম জামিল মাদরাসা, বগুড়া
মুহতামিম/পরিচালক, জামেয়া দারুল ইহসান,
মন্ডলপাড়া, নিশিন্দারা, বগুড়া
ফোন: ০২৫৮৯৯০২১৮৫, মোবা: ০১৭১১-১১৬৫৬৯

প্রকাশকাল
২৩ রজব ১৪৩২ হিজরী
২৬ জুন ২০১১ ঈসাব্দ
১২ আষাঢ় ১৪১৮ বাংলা

প্রথম প্রকাশ: ১৫,০০০ (পনের হাজার)
পঞ্চম (বর্ধিত) সংস্করণ: ২০,০০০ (কুড়ি হাজার)
০২ সফর ১৪৪৪ হিজরী
৩০ আগস্ট ২০২২ ঈসাব্দ
১৫ ভাদ্র ১৭২৯ বাংলা
মূল্য: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
জামেয়া দারুল ইহসান মন্ডলপাড়া, নিশিন্দারা, বগুড়া

প্রাপ্তিস্থান
* কাছেমুল উলূম জামিল মাদরাসা, বগুড়া। রুম নং-৮
* জামেয়া দারুল ইহসান, বগুড়া।
* জামিল মাদরাসা গেট সংলগ্ন লাইব্রেরী

তামহীদ

সমস্ত তারীফ-প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। দরুদ ও ছালাম হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রতি, যিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী নাই। নবী-রাসুল প্রেরণের ধারা চিরতরে বন্ধ, তাঁরই মাধ্যমে পাওয়া ইসলাম চিরন্তন, চির শাশত আদর্শের নাম। ঈমান হচ্ছে তার বুনিয়াদ বা ভিত্তি। ঈমানের দু'টি অংশ- একটি তাওহীদ বা একত্ববাদ অপরটি রিসালাত। তাওহীদের মর্মার্থ আল্লাহ এক-অদ্বিতীয় যাঁর কোন শরীক নাই। তিনি মহান পরাক্রমশালী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও চিরঞ্জীব। রিছালতের মর্ম হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী নাই।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী ঈমান ও আমল আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল ও জান্নাত পাওয়ার পূর্বশর্ত। আল্লাহ ইরশাদ করেছেনঃ যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে ছালেহ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত বা চিরস্থায়ী শান্তির আবাসস্থল।

তবে আমলের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশি। ঈমান ছাড়া পাহাড় পরিমাণ আমল নিয়ে মারা গেলে তার স্থান চিরস্থায়ী জাহান্নাম। পক্ষান্তরে কোন আমল ছাড়া ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ অবশ্যই তাকে জান্নাত দান করবেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা-বিশ্বাস।

মুসলমান মাত্র সবাই জানে যে, তাগুতী শক্তি আবহমানকাল থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে তারা সরাসরি ঈমান-আমলের উপর আঘাত হানবে না। সুকৌশলে মুসলমানদের ঈমানকে ধ্বংস করার জন্য তৎপর। একাজে তারা এমন কিছু ব্যক্তিদেরকে ব্যবহার করছে, যারা বাহ্যিকভাবে মুসলমান নাম ধারন করে এবং ইসলামের পরিভাষা ব্যবহার করে, বাস্তবে তারা আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বাতিল গোষ্ঠির ফিরিস্তি অনেক লম্বা। কাদিয়ানী, শিয়া ও হিযবুত-তওহীদ তাদের মধ্যে অন্যতম। ইদানিং এদের অপতৎপরতা আশংকাজনক হারে বেড়ে চলছে। ফলশ্রুতিতে কিছু সরল সহজ এমনকি কতিপয় শিক্ষিত মুসলমানও এদের খপ্পরে পড়ে আপন ঈমান-আমল ধ্বংস করে ফেলছে। তাদের লিখিত বই-পুস্তক থেকে মুসলমানদের ঈমান-আমল বিনষ্টকারী কিছু বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃতি সহকারে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে মুসলমানদের আক্বিদা-বিশ্বাসের বিষয়ও উল্লেখ করা হল। যাতে করে মুসলমানরা তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে আপন ঈমান-আমল হেফাজত করতে সক্ষম হয়। আমীন।

প্রথম অধ্যায়
(কাদিয়ানী প্রসঙ্গ)

পবিত্র কুরআনের আলোকে খতমে নবুওয়ত

❋ আল্লাহ ইরশাদ করেছেন

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিত নন, বরং তিনি আল্লাহর রাছুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিয়য়ে অবগত। (ছুরা আহ্যাব, আয়াত নং-৪০)

خاتم শব্দে দুই প্রকারের ক্বেরাত রয়েছে। ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের ক্বেরাতে خَاتَم খাতম تاء এর উপর যবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের ক্বেরাত অনুযায়ী خَاتِم খাতেম تاء যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা খাতাম এবং খাতেম উভয়ের একই অর্থ- শেষ। আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অর্থের বেলায়ও সারকথা 'শেষ'। কেননা কোন বস্তু বন্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, যবর ও যের বিশিষ্ট خاتم শব্দ উভয়টার উভয় অর্থ কামুস, সিহাহ, লিসানুল আরব, তাজুল উরুস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবী অভিধান সমূহে রয়েছে।

খাতম শব্দ মোহর অর্থে পবিত্র কুরআনের সুরায়ে বাকারায় ব্যবহৃত হয়েছে। মক্কায় কাফেরদের চরম অপকর্মের কারণে আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং কান সমূহের উপর মোহর করে দিয়েছেন। আর তাদের চোখ সমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

মোহর করার উদ্দেশ্য এই, যেন তাদের কৃলবের অভ্যন্তরীন কুফরী ও গোমরাহী বের না হয় এবং বাহির হতে হেদায়েতের আলো ভিতরে প্রবেশ না করে।

অনুরূপভাবে ছুরা আত-তাতফীফে বলা হয়েছে, তাদের (জান্নাত বাসীদের) কে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। পানীয় পাত্র এজন্যই মোহর করা হয়েছে যেন উহার সুগন্ধি ও মাধুর্য বের হতে না পারে এবং বাহির হতে কোন খারাপ জিনিস উহার মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে।

আল্লাহ হযরত আদম আ. থেকে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাছুলগণকে নবুওয়তের পাত্রে ভরে রেখেছেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর দ্বারা ঐ পাত্রকে মোহর করে দিয়েছেন। অতএব সমস্ত নবী-রাছুলগণ নবুওয়তের ঐ পাত্রে অবস্থান করবেন, উহা হতে বের হবেন না। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পর কোন ব্যক্তি নিজেকে নতুন নবী-রাছুল দাবী করে উক্ত পাত্রে প্রবেশ করতেও পারবে না।

একই আয়াতে একবার তাঁকে রাছুল আবার নবী হিসেবে উল্লেখ করার হেকমত

আলোচ্য আয়াতে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে وَلٰكِن رَّسُولَ اللهِ (কিন্তু তিনি আল্লাহর রাছুল) বলার পর وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِيْنَ (রাছুলগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তকারী) বলাটাই বাহ্যিকভাবে অধিক যুক্তি সংগত ছিল, তা না বলে وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ (নবী আবির্ভাব ধারা সমাপ্তকারী) বলা হয়েছে। এতে যে হেকমত-রহস্য নিহিত রয়েছে তা বুঝার জন্য নবী এবং রাছুল এর মধ্যে পার্থক্য জানা জরুরী।

নবী সেই সব ব্যক্তিবর্গ, যাঁদেরকে আল্লাহ সৃষ্টিকূলের পরিশুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করে ধন্য করেছেন। চাই তাঁদের জন্য কোন স্বতন্ত্র আসমানী কিতাব এবং আলাদা শরীয়ত নির্ধারিত হয়ে থাকুক অথবা পূর্ববর্তী কোন নবীর কিতাব ও শরীয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য আদিষ্ট হয়ে থাকুক। যেমন হযরত মূসা আ.-এর আবেদনের কারণে আল্লাহ তাঁর ভাই হযরত হারুন আ.-কে তাঁর কিতাব (তাওরীত) ও শরীয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য মনোনিত করেছিলেন।

সুতরাং নবীর জন্য আসমানী কিতাব এবং স্বতন্ত্র শরীয়ত শর্ত নয়। নতুন কিতাব ও আলাদা শরীয়ত পেলেও নবী হতে পারেন, না পেলেও নবী হতে পারেন। এক নবীর উপর নাযিলকৃত কিতাব ও শরীয়তের ফায়ছালার জন্য একাধিক নবী আদিষ্ট হওয়ার কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

আমি হযরত মূসা আ. এর উপর তাওরীত নাযিল করেছি, এতে হেদায়েত ও নুর রয়েছে। নবীগণ এর মাধ্যমে (ইহুদীদের) মধ্যে ফায়ছালা দিতেন। (ছুরা মায়েদা-৪৫)

অপরদিকে রাছুল শব্দটি বিশেষভাবে ঐ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব এবং শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ রাছুলের জন্য আসমানী কিতাব এবং নতুন শরীয়ত শর্ত। রাছুল শব্দের চাইতে নবী শব্দের মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। রাছুলের সংখ্যা কম নবীর সংখ্যা বেশি। কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, রাছুলের সংখ্যা ৩১৩ (তিনশত তের জন), বাকি অগণিত সব নবী।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, নবী শব্দ আম বা ব্যাপক, রাছুল শব্দ খাছ বা নির্দিষ্ট শ্রেণী বিশেষ। নবী আম বা ব্যাপকতার ধারাবাহিকতার সমাপ্তি হওয়ার দ্বারা রাছুল খাছ বা বিশেষ শ্রেণীর ক্রমধারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাপ্তি হয়ে যায়। যদি خَاتَمَ الْمُرْسَلِيْنَ (রাছুল আগমনের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী) বলা হত, তাহলে এ সন্দেহ সৃষ্টি হত যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বশেষ রাছুল, সর্বশেষ নবী নন। তাঁর পর নবীর আবির্ভাব হতে পারে। অতএব خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ (নবী আগমনের ক্রমধারা সমাপ্তিকারী) বলে আল্লাহ এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নবীকূলের আগমনধারা সমাপ্তকারী ও সর্বশেষ আগমনকারী। অতএব বুঝা গেল, আল্লাহ পাকের নিকটে যত নবী-রাছুল হতে পারেন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মাধ্যমে সবার পরিসমাপ্তি ঘটল। তাঁর পর অন্য কোন নবী প্রেরিত হবে না।

সমস্ত মুফাচ্ছিরিনে কেরামের ইমাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, উক্ত আয়াতে খাতামুন নাবীয়্যিন বাক্যের দ্বারা আল্লাহ এ কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যদি আমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর দ্বারা নবুওয়তের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি না করতাম, তাহলে তাঁর একজন পুত্র সন্তান জীবিত রাখতাম যিনি তাঁর ইন্তেকালের পর নবী হতেন।

হযরত আতা কাজি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন ফায়ছালা করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পর আর কোন নবী নাই। এজন্য তাঁর কোন পুত্র সন্তান জীবিত রাখেননি, যিনি বড় হলে নবী হতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ৪জন পুত্র সন্তান ছিলেন। হযরত খাদিজা রাযি.-এর থেকে ৩জন- হযরত কাসেম রাযি., হযরত তৈয়ব রাযি., হযরত তাহের রাযি.। এবং হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাযি.-এর ঘরে একজন হযরত ইবরাহীম রাযি.। তাঁরা সবাই বাল্য অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের কোন পুত্র সন্তান জীবিত না থাকার আরেকটি বিশেষ কারণ এটাও হতে পারে যে, যদি কোন পুত্র সন্তান তাঁর ইন্তেকালের পর জীবিত থাকতেন, তিনি নবী না হলেও লোকেরা তাঁকে নবীর মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে নবীর আসনে আসিন করার অপচেষ্টা চালাত। যেমন বর্তমান পীরের মৃত্যুর পর তার অযোগ্য ছেলেকেও মুরীদগণ পীরের ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করে নানা রকম বিদআত ও শিরকে লিপ্ত হচ্ছে।

❋ আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

মুত্তাকীগণের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন, "এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।" (ছুরা বাক্বারা-৪)

মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম শেষ নবী এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী। এ দুইটি বিষয় উক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা যদি পবিত্র কুরআনের পর আরো কোন আসমানী কিতাব নাযিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তাহলে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর প্রতি যেভাবে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার কথাও একইভাবে বলা হতো, বরং এর প্রয়োজনই ছিল বেশি। কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীল সহ বিভিন্ন আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে কমবেশি সবাই অবগত ছিল। তাই হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর পরেও যদি ওহী ও নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা আল্লাহর অভিপ্রায় হতো তাহলে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ এবং নবী-রাছুলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির মত পরবর্তী কিতাব ও নবী-রাছুলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। অথচ পবিত্র কুরআনের পঞ্চাশটি স্থানে ঈমানের

বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সাথে সাথে পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাঁদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোন কিতাবের কথা উল্লেখ নেই। সর্বত্রই হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও কোন একটি আয়াতেও পরবর্তী কোন নবী ও ওহীর উল্লেখ তো দূরের কথা কোন ইশারা-ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী নবী-রাছুল ছাড়া কারো উপর ওহী নাযিল হয় না। পরবর্তীতে ওহী নাযিলের কথা উল্লেখ না করার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পর কোন নবী নেই তিনিই সর্বশেষ নবী।

❋ আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (ছুরা মায়েদা- ৩)

উক্ত আয়াতটি জুমাবার আরাফার ময়দানে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর বিদায় হজ্বে নাযিল হয়। এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মাধ্যমে দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং আল্লাহর নিয়ামত বা ওহী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ওহী নিয়ে আর হযরত জিবরাঈল আ. এর আগমন হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীন অব্যাহত থাকবে। সুতরাং আর কোন নয়া দ্বীন এবং নতুন নবী আগমনের প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ্য, ওহীর দ্বারা নবী-রাছুলগণ পরিচালিত হয়ে থাকেন। যেহেতু ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে, দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সেহেতু নতুন দ্বীন এবং নয়া নবী আগমনের চিন্তা-ভাবনা নিছক বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাচ্ছির আল্লামা ইবনে কাছির রহ. লিখেছেন, উম্মতের জন্য এ আয়াতের ঘোষণা আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। কেননা তিনি তাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আর কোন দ্বীন এবং কোন নবী-রাছুলের প্রয়োজন নেই। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম খাতেমুল আম্বিয়া। এরপর যদি কেউ নবুওয়তের দাবী করে সেই দাজ্জাল, মিথ্যুক। (ইবনে কাছির ৩/৩২)

আল্লামা ইমাম রাজী রহ. উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ কুরআন অবতরণ সমাপ্তি করে এবং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দ্বীন ও শরীয়তকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অতএব তাঁর পর আর কোন নবী ও নতুন শরীয়ত উপস্থাপনকারীর প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি আখেরী নবী। (তাফসীরে কাবিরী ১১-১২/১১৫)

আলোচিত আয়াতে দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দেয়ার ঘোষণা হয়েছে। তাই পূর্ণ ও পরিপূর্ণর পার্থক্য বুঝা জরুরী। সমস্ত নবীর দ্বীন ছিল পূর্ণ। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দ্বীন পরিপূর্ণ। যখন কোন নবীকে তাঁর সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়, তাদের সব বিষয়ের সমাধান ঐ নবীর দ্বীনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাঁর ইন্তেকালের পর পরবর্তীদের জন্য কোন দিক নির্দেশনা এতে থাকে না। তাই পরবর্তীদের জন্য নতুন নবী বা শরীয়তের প্রয়োজন পড়ে। একে বলা হয় পূর্ণ। অপরদিকে যে নবীর দ্বীন ও আদর্শে উম্মতের সব বিষয়ের ফায়সালা বিদ্যমান তাঁর ইন্তেকালের পরেও পরবর্তীদের জন্য ঐ দ্বীনের মধ্যে পথ নির্দেশনা থাকে, তাকে বলা হয় পরিপূর্ণ।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর দ্বীনে তাঁর জীবদ্দশায় উম্মতের যাবতীয় বিষয়ের ফায়ছালা যেমন ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সমস্ত উম্মতের জন্যও তাতে পথ নির্দেশনা রয়েছে। শেষ যামানায় হত্যাকান্ড বেড়ে যাবে। নিহতদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে। সঙ্গত কারণে মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। মহিলারা স্বামী পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এ কারণে আল্লাহ একজন পুরুষের জন্য ৪টি করে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। যেন কোন মহিলা স্বামী থেকে মাহরুম না হয়। অনুরূপভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আদর্শে রয়েছে। সুতরাং তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।

উক্ত আয়াত নাযিলের পর হযরত সাহাবায়ে কেরাম বুঝে ফেলেছেন যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ইন্তেকাল ঘনিয়ে আসছে। 'কেননা যে দ্বীন কায়েমের জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে তার পরিপূর্ণতার বিষয়টি আয়াতে বলা হয়েছে এবং পরিপূর্ণ দ্বীন যমীনে বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। এরপর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মাত্র ৮১ দিন জীবিত ছিলেন এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদেরকে ইয়াতিম ও অসহায় মনে করতে লাগলেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি । এক. আল্লাহর কিতাব অপরটি তাঁর রাছুলের সুন্নত। এ দুটিকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।

উল্লেখ্য, ব্যক্তির চেয়ে আদর্শ বড়। ব্যক্তির মৃত্যু হয় আদর্শের মৃত্যু হয় না। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মানুষ, তাই তাঁর মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। যেহেতু তাঁর আদর্শ ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে সেহেতু অন্য কোন নবী ও তাঁর আদর্শ তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না।

হাদীস দ্বারা প্রমানিত হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বশেষ নবী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ.

* হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্নিত, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন যে, বনী ইসরাঈলের রাহবর ছিলেন তাদের নবীগণ। যখন কোন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন আল্লাহ অন্য নবীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতেন। আমার ইন্তেকালের পর আর কোন নবী-রাছুল নেই। তবে আমার পর খলিফা হবেন এবং তাঁদের সংখ্যা অনেক হবে।

(বুখারী শরীফ ১/৪৯১)

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

* হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত আলী রাযি. কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আলী! তুমি কি একথার উপর সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক এরূপ হওয়া, যেমন সম্পর্ক হযরত মুসা আ. এবং হারুন আ. এর মধ্যে ছিল। কিন্তু আমার ইন্তেকালের পর আর কোন নবী নেই।

(মুসলিম শরীফ ২/২৭৮)

* হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন যে, সমস্ত নবীগণের উপর আমাকে ছয়টি বিষয়ে সম্মান প্রদান করা হয়েছে। এক. অল্প কথার বেশি অর্থ বুঝানোর যোগ্যতা। দুই. দুশমনের অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে আমাকে সাহায্য করা। তিন. আমার জন্য গনিমতের অর্থ-সম্পদ হালাল করা। চার. আমার এবং আমার উম্মতের জন্য দুনিয়ার সমস্ত ভূখন্ডকে মসজিদ ও পবিত্রকারী স্থান করা (পূর্বেকার কোন নবীর জন্য মসজিদ ব্যাতিত অন্য স্থানে নামায পড়ার অনুমতি ছিল না)। পাঁচ. সমগ্র মানবজাতির জন্য আমাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা।

ছয়. আমার দ্বারা নবুওয়তের ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা অর্থাৎ আমার পর আর কোন নবী নেই।

(তিরমিযী শরীফ ১/১৮৮)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَأَحْسَنَهٗ وَأَجْمَلَهٗ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَيَعْجَبُوْنَ لَهٗ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

❋ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত, যে একটি গৃহ নির্মাণ করে আর ঐ গৃহের সবকিছুই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে শুধু এক কোণে একটা ইটের স্থান খালি রাখে। মানুষ ঐ গৃহের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলতে থাকে, এই ইটটা কেন স্থাপন করা হলো না? আমি হলাম সেই ইট এবং আমি নবী আবির্ভাবের ধারাবাহিকতার সমাপ্তকারী।

(মুসলিম শরীফ ২/২৪৮)

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهٗ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

❋ হযরত ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুক প্রতারকের আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকই একথা বলবে যে, সে নবী। অথচ আমি শেষ নবী, আমার পর আর কোন নবী নেই।

(আবু দাউদ শরীফ ২/২২৮)

এই হাদীস শরীফে কয়েকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য :

✓ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ভবিষ্যতবাণী করেছেন যে, আমার পর কেবলমাত্র মিথ্যা নবীর দাবীদারদেরই আবির্ভাব হবে, কোন সত্য নবীর আবির্ভাব হবে না। অন্যথায় তিনি বলতেন, আমার পর সত্য নবী এবং মিথ্যা নবী উভয়ের আবির্ভাব হবে। সুতরাং হে আমার উম্মতগণ! যদি তোমরা সত্য নবী পাও তবে তাঁর তাবেদারী করবে। আর যদি মিথ্যা নবীর সাথে সাক্ষাত হয়, তাহলে তার সংস্পর্শ হতে দূরে থাকবে। অতএব, এই হাদীস শরীফের দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমানিত যে, তাঁর পর আর কোন সত্য নবী নেই।

✓ মিথ্যা নবীর দাবীদারগণ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর উম্মতের মধ্য থেকেই হবে। فِيْ أُمَّتِيْ (আমার উম্মতগণের মধ্যে) শব্দের দ্বারা তা প্রমানিত। অথচ ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী উম্মত কোন নবী হতে পারে না এবং নবীও কখনো উম্মত হতে পারেন না। সুতরাং বুঝা গেল যে, তাঁর পর আর কোন নবী নেই।

✓ মিথ্যা নবীর পরিচয়ের জন্য হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম একটি বাক্য উল্লেখ করেছেন, তা হলো كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهٗ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ (তারা প্রত্যেকেই নবী দাবী করবে, অথচ আমিই সর্বশেষ নবী) কাজেই বুঝা যায় যে, তাঁর পর যে কেহ নবুওয়তের দাবী করবে, সে মিথ্যুক দাজ্জাল। তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার জন্য আর কোন দলীলের প্রয়োজন নেই।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর যামানার এক ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করেছিল এবং তার এ দাবীর সমর্থনে দলীল পেশ করার জন্য সময় চেয়েছিল, তখন ইমাম সাহেব এ বলে ফাতাওয়া দিলেন, যে ব্যক্তি তার দলীলের প্রতীক্ষায় থাকবে, সে কাফের হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিজগতের প্রত্যেক জিনিসের শুরু ও শেষ আছে। তদ্রুপ নবুওয়ত সৌধের আরম্ভ হযরত আদম আ. দ্বারা এবং সমাপ্ত হয় হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দ্বারা হয়েছে।। অতএব ঐ সৌধে নবুওয়তের আর কোন ইট রাখার স্থান নেই। সুতরাং তাঁর পরে নবুওয়তের সৌধে যখন ইট রাখার কোন স্থান পাওয়া যাবে না, তখন নবুওয়তের সৌধের বাইরে কোন কুফরী দালানেই তা লাগানো হবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ اِنْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَا نَبِيَّ.

❋ হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হতে বর্নিত, তিনি বলেন যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, অবশ্যই রেসালাত ও নবুওয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অতএব আমার পর আর কোন রাছুল ও নবী নেই।

(তিরমিযী শরীফ ১/৫১)

মেরাজের রাত্রে বাইতুল মকদস মসজিদে এবং সপ্তম আসমানে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সাথে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাছুলগণের সাক্ষাতের বিষয়টি কিতাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু পরবর্তী কোন নবী-রাসুলের সাথে সাক্ষাতের কথা কোথাও উল্লেখ নেই।

অনুরূপভাবে ক্বিয়ামতের ময়দানেও সমস্ত নবী-রাসুলগণের পর সুপারিশের দায়িত্ব হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর উপর অর্পিত হওয়ার কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। হাশরের ময়দানে সমস্ত লোক হযরত আদম আ. থেকে আরম্ভ করে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাছুলগণের খেদমতে আল্লাহর দরবারে সুপারিশের আবেদন করবে। তখন হযরত ঈসা আ. বলবেন, আমি সুপারিশ করতে অপারগ। তোমরা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর খেদমতে যাও। তিনিই হাশরের ময়দানে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার যোগ্যতম রাছুল। কেননা আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পরেও যদি নবী-রাছুল আগমনের ছিলছিলা জারি থাকত, তাহলে তাঁদের নিকট যাওয়ার পরই লোকগণ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর খেদমতে সুপারিশের জন্য হাজির হত।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের শতাধিক আয়াত এবং দুই শতাধিক বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমানিত যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর। তাঁর পরে কোন নবী নেই। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কয়েকটি আয়াত ও কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

খতমে নবুওয়তের উপর উম্মতের ইজমা (ঐক্যমত)

পবিত্র কুরআন-হাদীসের ন্যায় ইজমাও শরীয়তের দলীল। কুরআন-হাদীস দ্বারা যেমন খতমে নবুওয়ত প্রমানিত অনুরুপভাবে উম্মতের ইজমার দ্বারাও ছাবেত যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বশেষ নবী ।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ইন্তেকালের পর হযরত সাহাবায়ে কেরাম যে বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম ইজমা বা ঐক্যমত পোষণ করেন, তা হলো আক্বীদায়ে খতমে নবুওয়ত। ইজমার এ ধারাবাহিকতা এখনও আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । তাঁর ইন্তেকালের পর খলিফাতুর রাছুল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর খেলাফত আমলে সর্বপ্রথম **'মুসাইলামাতুল কাজ্জাব'** নামক এক ব্যক্তি নবীর দাবী করে । এ কারণে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে তাকে কাফের আখ্যায়িত করেন । হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এর নির্দেশে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরাম মুসাইলামা ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন । অত:পর তাকে হত্যা করা হয় । এ যুদ্ধে ১২ শতাধিক সাহাবায়ে কেরাম শাহাদত বরণ করেন। তন্মধ্যে ৭ শতাধিক হাফেজে কুরআন

ছিলেন । অপরদিকে মুসাইলামা বাহিনীর প্রায় ২৮ হাজার যোদ্ধা নিহত হয় এবং প্রায় ১৪ হাজার আত্মসমর্পন করে ।

ইমাম গাজালী রহ. বলেন,

أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً وعدم رسول الله أبداً وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع

অবশ্যই সকল উম্মত 'খাতামুন নবীয়্যিন' শব্দ এবং বিভিন্ন দলীল থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ইহাই বুঝেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পর কোন নবী-রাছুল নেই। এ ব্যাপারে কোন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিশেষত্ব নেই। এ বিষয়টিকে অস্বীকারকারী ইজমাকে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(আল ইকতেসাদ আল ইতেকাদ-১১৫)

বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী রহ. খতমে নবুওয়ত প্রসঙ্গে বলেন যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ইন্তেকালের পর নবীর দাবী করা সমস্ত মুসলমানদের ইজমা অনুযায়ী কুফরী।

ক্বিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বশেষ নবী

কুরআন, হাদীস ও ইজমার পর ক্বিয়াস শরীয়তের ৪র্থ দলীল। ক্বিয়াস দ্বারাও প্রমাণিত যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বশেষ নবী; তাঁর পর কোন নবী নেই।

হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাছুল প্রেরণ করেছেন। সাধারনত: বিশেষ কিছু কারণে নতুন নবী-রাছুল প্রেরণ করা হয়।

❖ পূর্ববর্তী নবীর দ্বীন ও আদর্শ বিকৃত হয়ে গেলে দ্বীনের সংস্কারের জন্য নতুন নবী প্রেরণ করা হয়।

❖ কোন নবীর জীবদ্দশায় তাঁর দ্বীন প্রচারের সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন নতুন নবী প্রেরণ করা হয়। যেমন হযরত মুসা আ. এর সহযোগিতার জন্য হযরত হারুন আ. কে নবী মনোনিত করা হয়েছে।

❖ মানবজাতির পরবর্তিত সার্বিক পরিস্থিতির কারণে পূর্ববর্তী নবীর দ্বীন ও আদর্শ পরবর্তীদের জন্য অসম্পূর্ণ বিবেচিত বলে নতুন নবীর আগমন ঘটে।

কুরআন-হাদীস বা ইসলামের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন, এ

দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির সার্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট। যেহেতু নতুন নবী প্রেরণের উপরোক্ত কারণ সমূহের কোন একটি কারণও বর্তমানে বিদ্যমান নেই সেহেতু হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ইন্তেকালের পর কিয়ামত পর্যন্ত কোন নতুন নবী-রাছুল প্রেরণের যুক্তিকতাও নেই।

উপরন্তু পরবর্তী নবীর আগমনে পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়ে যায়। যেমন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আগমনের কারণে পূর্ববর্তী নবী-রাছুল ও সমস্ত কিতাবের হুকুম-আহকাম সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়ে গেছে । ইসলামের এ মূলনীতির আলোকে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ইন্তেকালের পর নতুন কোন নবীর আগমন হলে কুরআন-হাদীস তথা ইসলামের সমস্ত হুকুম-আহকাম রহিত হয়ে ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যার অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের সমস্ত হুকুম-আহকাম বলবৎ থাকবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই ।

পূর্ববর্তী কিতাব এবং নবী-রাছুলগণের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত সকল নবী-রাছুলগণই হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বশেষ নবী এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। তাওরাত, যবুর, ইনজিল সহ ছোট-বড় সকল আসমানী কিতাবে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম শেষ যামানায় সর্বশেষ নবী হিসেবে আগমনের কথা এবং তাঁর বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, হিজরতের স্থান সহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নবীগণও আপন আপন উম্মতকে শেষ নবীর পরিচয় ও তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করার উপদেশ দিয়ে গেছেন।

বর্ণিত আছে যে, মুসলমান জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আ. এর উপর যে ছহিফা (ছোট কিতাব) নাযিল হয়েছে এতে উল্লেখ রয়েছে যে, আপনার (ইবরাহীম আ.) সন্তানদের মধ্যে নবুওয়তের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। অবশেষে একজন উম্মী নবীর আগমন হবে। তিনিই হবেন সর্বশেষ নবী।

হযরত ঈসা আ. 'খাতামুন নাবিয়্যিন' সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে নিখুঁত ও বিস্তারিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এ কারণে তারা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান ছিল। তাদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, এই নবীর আবির্ভাবের পর অন্য কোন নবীর অনুসরণ বৈধ নয়।

মির্যা গোলাম কাদিয়ানীর পরিচয়

পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলা তহশীল বাটালার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে ১৮৪০ সালে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মির্যা গোলাম মর্তুজা। তার শিক্ষার সূচনা নিজ বাড়িতেই ঘটে। সে নাহু, মানতেক ও দর্শনের কিতাবাদি মৌলভী ফজলে এলাহী, গুল আলী শাহ ও অন্যদের নিকট অধ্যয়ন করেন। কর্ম জীবনের প্রথম দিকে শিয়ালকোটের ডিপুটি কমিশনারের কেরানী ছিলেন। ১৮৮০ সনে নিজের ধর্মীয় জীবন শুরু করে নিজেকে দ্বীনের খাদেম হিসেবে পরিচয় দেন এবং প্রথমে বারাহিনে আহমদিয়া নামক গ্রন্থ লেখার কাজ শুরু করেন । যার মধ্যে নিজেকে মামুর মিনাল্লাহ (আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট) এবং যামানার মুজাদ্দিদ (দ্বীনের সংস্কারক) দাবী করেন। তখন থেকে তার খ্যাতি বাড়তে থাকে। ফলে অনেকেই তার হাতে মুরিদ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তিনি কাউকে বাইয়াত না করে নিজে নিজে আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে মেহনত করার কথা বলতে থাকেন। ১৮৮৮ সনের ১লা ডিসেম্বর ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ আমাকে বাইয়াত এবং একটি জামায়াত তৈরির জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ সালে ৪০ জন ভক্তের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং আহমদিয়া আলীয়া নামক একটি সংগঠন তৈরি করেন। পরবর্তীতে সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকায় ফেলতে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত হিসেবে নামকরণ করেন।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবী দাবী করার গোপন রহস্য

শত শত বছর ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল। তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন কায়েমের লক্ষ্যে ইংরেজ বেনিয়ারা এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৭৫৮ সনে ব্যবসার নামে ছদ্মবেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আগমন করে। তাদের গোপন পরিকল্পনা ছিল ব্যবসার আড়ালে সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন কায়েম করা। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সাথে সাথে উপমহাদেশের বিপ্লবী মহাপুরুষ শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ. তাদের সে পরিকল্পনা আঁচ করতে পেরে দেশবাসীকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ভারতবর্ষকে দারুল হরব (শত্রুদেশ) ঘোষণা দেন। ঐতিহাসিক হান্টার এ সম্পর্কে লিখেন, "তাঁর এ ফাতাওয়া থেকে মুসলমানগণ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দ্বীনি অত্যাবশ্যক কর্তব্য হিসেবে জিহাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জিহাদী কাফেলার সিপাহসালার হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভী রহ. বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র জিহাদের গোড়াপত্তন করেন। এরপর থেকে শুরু হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ। আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদীর ফাতাওয়ার দ্বারা সারা দেশে মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে কয়েক দিনের মধ্যে দিল্লীর কেন্দ্রে ৯০ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছিল। এ কারণে তাঁকে আন্দামানের দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। স্বাধীনতার বিপ্লবী অগ্নি পুরুষ জেল থেকেই দাঁতের মাজন দিয়ে কাফনের কাপড়ে স্বাধীনতার প্রথম ইতিহাস রচনা করেন। তখন ইংরেজ বেনিয়াদের অন্তরে বদ্ধমূল ধারনা সৃষ্টি হল যে, ভারতবর্ষে আমাদের শাসন পাকাপোক্ত করতে মুসলমান মুজাহিদগণ স্থায়ী বিপদ। আর এর উৎস ছিল তাদের জিহাদী চেতনা। অতএব এই বিপদ দূর করে ভারতবর্ষে স্থায়ী বৃটিশ রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন মুসলমানদের জিহাদী চেতনার মুলোৎপাটন। এ লক্ষ্যে ইংরেজরা কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

(ক) আলেম সমাজই যেহেতু জিহাদের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাই তাদেরকে নির্মূল করতে হবে।

(খ) পবিত্র কুরআনই মুসলমানদের জিহাদের মূল উৎস তাই কুরআন থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরাতে হবে। উল্লেখ্য, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অভিশপ্ত গ্লেড ষ্টোন বৃটিশ পার্লামেন্টে পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে বলেছিল, যতদিন এ কিতাবটি দুনিয়াতে থাকবে ততদিন আমরা নিরাপদে রাজত্ব করতে পারব না। এ বলে পাপিষ্ট নরাধম পবিত্র কুরআনকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দেয়।

(গ) মুজাহিদ তৈরির শিক্ষা কেন্দ্র মাদরাসা। তাই মাদরাসাগুলো ধ্বংস করতে হবে।

ইংরেজ ঐতিহাসিক টমসন তার স্বারক লিপিতে লিখেছেন ১৮৬৪ সাল থেকে নিয়ে ১৮৬৭ সাল এর মধ্যে ইংরেজরা ওলামায়ে কেরামকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত তিনটি বছর ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। এ তিন বছরে তারা ১৪ হাজার আলেমকে ফাঁসির কাষ্টে ঝুঁলিয়েছে।

ইংরেজ ঐতিহাসিক মিস্টার টমসন লিখেছেন, দিল্লীর চাঁদনী চক থেকে নিয়ে খাইবার পর্যন্ত এমন কোন বৃক্ষ ছিল না যার শাখায় ওলামায়ে কেরামের গর্দান ঝুলেনি। সে আরো বলেছে, আলেমদেরকে শুকরের চামড়ার ভিতর ভরে জ্বলন্ত চুলার ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হত। তামা গরম করে তাদের শরীরে দাগ দেয়া হত। ফাঁসির কাষ্ট পাতা হয়েছিল লাহোরের শাহী মসজিদের বারান্দায়। ঐ ফাঁসি কাষ্টে প্রতিদিন ৮০ জন করে আলেমকে ঝুলানো হত।

ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে একসাথে ৬০ জন আলেমকে ফাঁসি দিয়ে তাদের লাশকে মাসাধিককাল পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। দাফন করার জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজনকেও দেয়া হয়নি।

"তাবসিরাতুত তাওয়ারিখ" এর প্রণেতার ভাষ্য অনুযায়ী ইংরেজরা শুধুমাত্র দিল্লীতে ২৭ হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে। দিল্লীর শাহ জাহানী মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করেছিল। অনুরূপভাবে অগণিত মসজিদ-মাদরাসা তারা ধ্বংস করে দিয়েছে।

ঐতিহাসিক টমসন আরো বলেন, আমি দিল্লীতে নিজ তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করলে আমার কাছে পোড়া লাশের দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। তাঁবুর পিছন দিকে গিয়ে দেখলাম সেখানে জ্বলন্ত আগুনে ৪০ জন আলেমকে জ্বালানো হচ্ছে। কিছুক্ষন পরে দেখলাম আরো ৪০ জনকে আনা হল এবং আমার সামনেই তাদেরকে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন করা হল। ইংরেজরা তাদেরকে বলছিল, হে 'মৌলভীর দল' উক্ত ৪০জন আলেমকে যেভাবে আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়েছে তোমাদেরকেও অনুরুপভাবে জ্বালানো হবে। তোমাদের মধ্যে হতে কোন একজনও যদি বলে, আমরা ইংরেজদের বিরোদ্ধাচারণ এবং আজাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিনি ও করব না, তাহলে এক্ষুনি তোমাদের ছেড়ে দিব।

টমসন বলেন, আমার সৃষ্টিকর্তার শপথ, আমি দেখলাম যে, তাঁদের মধ্যে কোন একজন আলেমও ইংরেজদের সম্মুখে মাথা নত করেননি, বরং পূর্ববর্তী ৪০ জনের ন্যায় পরবর্তী ৪০জনও জ্বলন্ত আগুনে জ্বলে শাহাদত বরণ করলেন। তখন ইংরেজদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এসব ধর্মান্ধরা আপন জীবন বিসর্জন দিতে রাজী, আপন আদর্শ ও নীতি থেকে চুল পরিমাণ সরতেও রাজী নয়।

১৮৬৯ সনে ইউলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে বৃটিশ সরকার একটি প্রতিনিধি দল ভারতে প্রেরণ করে। প্রায় এক বছর যাবত ভারতবর্ষে অবস্থান করে সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বার বার বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় করে তারা কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করে।

(ক) মুসলমানদের একটি শ্রেণীকে অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন সহযোগিতা দিয়ে বৃটিশ সরকারের অনুগত করে তুলতে হবে। তারা ভারত বর্ষকে 'দারুল আমান' (শান্তির দেশ) বলে ফাতওয়া দিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ অপ্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করবে। তারা প্রচার করবে, যে দেশে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই, সে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয হতে পারে না।

(খ) মুসলমানগণ তাদের নবীর প্রতি বেশি আনুগত্যশীল। অতএব তাদের মধ্যে হতে আমাদের আস্থাভাজন এমন এক ব্যক্তিকে নবী রূপে দাঁড় করাতে হবে, যে বংশ পরম্পরায় আমাদের আস্থাভাজন হিসেবে প্রমানিত হয়। দারিদ্র পীড়িত ধর্ম জ্ঞানহীন মুসলমানদের মধ্যে তার নবুওয়ত চালিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের সরকার কর্তৃক তাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চয়তা দিতে হবে। অতঃপর নবী এক সময় ঘোষণা দিবে- "আমার নিকট এই মর্মে ওহী এসেছে যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার আল্লাহর রহমত স্বরূপ এবং ওহীর দ্বারা আল্লাহ এখন থেকে জিহাদ হারাম করে দিয়েছেন।" এভাবে মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদের প্রেরণা ও উন্মাদনা দূরীভূত করা সম্ভব হবে। অন্যথায় ভারতে আমাদের শাসন দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হবে না।

(গ) সুপারিশমালার মধ্যে আরও ছিল- প্রথমে সে নিজেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা করবেন। এ কাজে তাকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের বুদ্ধিজীবিরা উপাদান সংগ্রহ করে দিবে। আমাদের গোয়েন্দা ও প্রচার বিভাগ তার রচিত পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার কাজে সহযোগিতা করবে। এরপর তার প্রতি ভক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সে নিজেকে মোজাদ্দেদ বলে বাদী করবে। এ দাবী মুসলমানদের গলধঃকরণ করানোর পর পর্যায়ক্রমে সে নিজেকে মাহদী বলে দাবী করবে। অতঃপর সে মুসলিম উম্মাহর মসীহে মাওউদ হওয়ার দাবী করবে। এক সময় সে নিজেকে নবী বলে দাবী করবে।

প্রতিনিধি দলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে তৎকালীন বৃটিশ শাসক মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারত বর্ষে তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য স্থায়ী করার লক্ষ্যে মুসলিম সমাজে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুরের কাদিয়ান শহরের অধিবাসী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবীর দাবীদার বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। (তথ্য সূত্রঃ ইউলিয়াম হান্টার রচিত দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস)

মির্যা গোলাম আহমদ ইংরেজদের দালাল

উপরের আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, মির্যা ইংরেজদের দালাল। এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য মির্যার লিখিত বই হতে উদ্ধৃতি সহকারে নিম্নে পেশ করা হল।

❋ মির্যা বলেন: মুসলমানদের জন্য বৃটিশ সরকারের আনুগত্য করা ফরজ এবং এই সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্পূর্ণ হারাম।

(তাবলীগে রিসালাত ৬/৬৫)

❋ তিনি বলেন: জিহাদ নিষিদ্ধকরণ ও ইংরেজ সরকারের আনুগত্য সম্পর্কে আমি এত বেশি পুস্তক রচনা করেছি ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি যে, ঐগুলো একত্র করলে পঞ্চাশটি আলমারী ভর্তি হয়ে যাবে।

(তিরয়াকুল কুলুব- ২৫)

❋ মির্যা বলেন: পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় সরকার আমার পরিবারকে একটি অনুগত ও ভক্ত পরিবাররূপে শনাক্ত করেছেন এবং বৃটিশ গভর্নমেন্টের মাননীয় অফিসারবৃন্দ সর্বদা দৃঢ় মনোভাব সহ বিভিন্ন চিঠিপত্রে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এ পরিবার দীর্ঘকাল যাবত ইংরেজ সরকারের হিতাকাংখী ও খাদেম। এখন সরকারের নিকট আরজ, সরকার নিজের লাগানো এ চারা গাছটির ব্যাপারে সুচিন্তিত, সতর্ক ও সুনজরের মনোভাব পোষণ করুন এবং অধীনস্ত অফিসারদেরকে বলে দেন যে, তারাও যেন বৃটিশ সরকারের প্রতি এ পরিবারের আনুগত্য ও আন্তরিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাকে ও আমার দলকে কৃপা ও মেহেরবাণীর দৃষ্টিতে দেখেন। (তাবলীগে রিসালাত- ৭/১৯)

❋ তিনি বলেন: আমি সত্যিই বলছি যে, অনুগ্রহদাতার (বৃটিশ গভর্নমেন্ট) অমঙ্গল কামনা করা একজন হারামী ও বদকারীর কাজ হতে পারে। (শাতাদাতুল কুরমান- ৮৬)

❋ মির্যা বলেন: ঐ লোক খুব খারাপ, যে তোমার বৃটিশ শাসনামলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না এবং ঐ প্রাণী বজ্জাত যে তোমার অনুগ্রহ সমূহের শোকর আদায় করে না। (সেতারায়ে কাইসারাহ-১৫)

❋ তিনি বলেন: আমার জীবনের অধিকাংশ সময় আমি ইংরেজ সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় অতিবাহিত করেছি। (তিরয়াকুল কুলুব- ২৫)

❋ মির্যা বলেন: হে মহামান্য ভিক্টোরিয়া! তোমার নেক নিয়তের আকর্ষণে আসমানের রহমত পৃথিবীর বুকে এসেছে। এ কারণে তোমার শাসনামল ব্যতিত অন্য কারো শাসনামল প্রতিশ্রুত মসীহ এর আবির্ভাব যোগ্য নয়। তাই খোদা তোমার নূরানী আমলে আকাশ হতে একটি নূর নাযিল করেছেন। কেননা নূর নূরকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। (সেতারায়ে কাইসারাহ-১১)

❋ মির্যা বলেন: আমার মাযহাব আমি বার বার প্রকাশ করছি। ইসলাম দু'ভাগে বিভক্ত। একটি খোদার আনুগত্য করা অপরটি সাম্রাজ্যবাদের আনুগত্য করা, যে সাম্রাজ্য শান্তি স্থাপন করেছে এবং অত্যাচারির কবল থেকে নিজের ছায়ায় আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। সকলের জানা উচিত বৃটিশ সরকারই এরুপ সাম্রাজ্য। (শাতাদাতুল কুরমান- ৮৬)

* তিনি বলেনঃ আমার মরহুম পিতা গোলাম মর্তুজা এ দেশের বিশেষ জমিদারদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। গভর্নরের দরবারে গেলে তিনি কুর্সী পেতেন। তিনি বৃটিশ সরকারের প্রকৃত কৃতজ্ঞ ও হিতাকাংখী ছিলেন।

(এজালায়ে আওহাম-১৬৭)

* মির্যা বলেনঃ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যখন বিক্ষুব্ধ জনতা অনুগ্রহদাতা ইংরেজ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে দেশে হৈ চৈ শুরু করে, তখন আমার মরহুম পিতা নিজের টাকা দিয়ে পঞ্চাশটি ঘোড়া ক্রয় করে এবং পঞ্চাশজন অশ্বারোহী দিয়ে সরকারের খেদমত করেন। এসব আন্তরিকতাপূর্ণ খেদমতের কারণে তিনি গভর্নমেন্টের প্রিয় পাত্র হিসেবে গণ্য হন।

(শাহাদাতুল কুরআন-৮৫)

মির্যা গোলাম আহমদের ইয়াহুদী-খৃষ্টান যোগসূত্র

যখন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা মধ্য প্রাচ্যের বিষফোড়া অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের জন্য স্বতন্ত্র ইসরাঈল রাষ্ট্র (যা বাস্তবে আমেরিকার সেনা ছাউনী) প্রতিষ্ঠা করে, তখন কাদিয়ানীরা অতি উৎসাহী হয়ে একাজে আমেরিকাকে সার্বিক সহযোগিতা করে। সর্বোপরি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলেছেন, আমার পূর্ব পুরুষ ইয়াহুদী বংশের। উল্লেখ্য যে, লন্ডনে তাদের কার্যালয় এবং ইসরাঈলের হাইফা শহরে তাদের প্রধান কূটনৈতিক পরামর্শ কেন্দ্র। উভয় স্থান থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত তাদের উপসানালয়ে সর্বক্ষণ কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচার করে থাকে।

(কাদিয়ান ছে ইসরাঈল তক-১৮)

মির্যার দাবী সে ঈসা ইবনে মারয়াম এবং ইমাম মাহদী

* মির্যা বলেনঃ খোদা আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, মুসলমানরা যে মাসীহে মাওউদ (প্রতিশ্রুত মাসীহ) ও মাহদীয়ে মাসউদ (ভাগ্যবান মাহদী) এর প্রতিক্ষা করছে, তুমিই সে মাহদী। (রূহানী খাজায়েন ৮/২৭৫)

* মির্যা বলেনঃ আমি ঈসা হক এর সাথেই চলাফেরা করি। ঈসা মারা গেছে, তোমরা তাকে জীবিত করলেও সে জীবিত হবে না।

(তোহফায়ে নদওয়া-খাজায়েন- ৮৯)

* তিনি বলেনঃ ঐ খোদার তারীফ যিনি আমাকে ঈসা ইবনে মারয়াম বানিয়েছেন। (হাকিকাতুল ওহী-৭২)

* মির্যার খলিফা মির্যা বশির আহমদ বলেন, যে ব্যক্তি মাসীহে মাওউদ মির্যা কাদিয়ানীকে মানে না সে কেবল কাফেরই নয় পাক্কা কাফের এবং ইসলামের সীমার ভিতর তার কোন ঠাঁই নেই। (কালিমাতুল ফযল-১১০)

* মির্যা নিজে কসম করে বলেছে, আমি ঐ প্রতিশ্রুত মাসীহ (ঈসা) যার আগমনের খবর মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

(খাজায়েন-১৮)

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী সে নবী

* মির্যা বলেনঃ আমি পূর্ববর্তী নবী-রাছুলগণের ন্যায় একজন নবী। যারা আমার নবুওয়তকে অস্বীকার করবে, তারা মুসলমান নয়, বরং কাফের।

(হাকিকাতুল ওহী-২৭৯)

* তিনি বলেনঃ খতমে নবুওয়ত আক্বীদার অনুসারীরা অভিশপ্ত এবং মরদুদ। (হাকিকাতুল ওহী-২৭৯)

* মির্যা বলেনঃ আল্লাহ বলেছেন যে, আমি আল্লাহ মির্যাকে কাদিয়ানের পার্শ্বে নবী হিসেবে অবতীর্ণ করেছি। (বারাহীনে আহমদিয়া- খাজায়েন ১/৫৯৩)

* মির্যা বলেনঃ সত্য খোদা তিনিই কাদিয়ানে রাছুল পাঠিয়েছেন যিনি।

(দাফেউল বালা-২৩১)

* মির্যা বলেনঃ আমি রাছুল আবার নবীও। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবের খবর পেয়ে থাকি। (এক গলতী কা এজালা- রুহানী খাজায়েন- ২১১)

* তিনি বলেনঃ নবুওয়তের স্তর ভেদে আমি একাধিক নবীর থেকে মর্যাদাপূর্ণ। আমি এমন স্তরে পৌঁছেছি যে, অন্য নবীগণ তাতে ঈর্ষান্বিত হন।

(আবুল ফযল কাদিয়ান-৫)

* মির্যা বলেনঃ আমার আগমনের দ্বারা প্রত্যেক নবী জীবন ফিরে পেয়েছে। আর সমস্ত রাছুল আমার জামার মধ্যে গোপন হয়ে আছে।

(রুহানী খাজায়েন-৪৭৮)

* তিনি বলেনঃ দুনিয়াতে নবীগণ কম আসেনি। তবে আমি কারো চেয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় কম নই। (রুহানী খাজায়েন-৪৭৭)

* মির্যা বলেন, আমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সমতুল্য বরং তাঁর চেয়েও বেশি মর্যাদার অধিকারী। (ইযাযে আহমদিয়া-১৭)

* তিনি বলেন, আমি বনী ইসরাঈলের সমস্ত নবীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। সেই সমস্ত নবীদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী।

(নুযুলে মাসীহ-১০০)

মির্যা বলেন আমার মুজেযার সংখ্যা ১০ লক্ষ

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক নবী-রাছুলগণকে তাঁদের নবুওয়তের দলীল ও প্রমাণ হিসেবে মুজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার নবী হওয়ার দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহ আমাকে মুজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আমার মুজেযার সংখ্যা ১০ লক্ষ। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মুজেযার সংখ্যা ৩ হাজার। (বারাহীনে আহমদিয়া-১৭)

অন্যান্য নবী-রাছুলগণের উপর ওহী নাযিল হত। তার উপর ওহী আসার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মির্যা বলেন, আমার উপর বারিধারার মত সর্বদাই আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী নাযিল হয়। তা কখনো আরবী ভাষায়, কখনো উর্দু ভাষায়। মাঝে মাঝে ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় আর কখনো এমন ভাষায় ওহী আসে, যা আমার বুঝে আসে না। (আল বুসরা-১৭)

ভন্ড নবীর প্রাদুর্ভাব

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অনেক ভন্ড নবীর আবির্ভাব হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত আরো হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুক প্রতারকের আবির্ভাব হবে। তাদের প্রত্যেকেই একথা বলবে যে, সে নবী অথচ আমি শেষ নবী; আমার পর আর কোন নবী নেই। তবে মিথ্যা নবীর দাবীদার প্রতারকদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। কেননা তার এবং তার অনুসারীদের ষড়যন্ত্রের জাল বহির্বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে বিস্তার করছে। বাংলাদেশও এর বাহিরে নয়। মোটা অংকের টাকা ও পার্থিব স্বার্থের লোভে বড় মাপের শিক্ষিত এবং সরকারী কর্মকর্তারাও তাদের দলভুক্ত হচ্ছে। সমস্ত বাতিল সম্প্রদায় বিশেষ করে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে ওলামা-মাশায়েখগণের যথাযথ ভূমিকা না থাকা এবং সরকারের রহস্যজনক নিরবতার দরুন বাতিল সম্প্রদায় এবং কাদিয়ানীদের সংখ্যা দিন দিন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কাদিয়ানীদের পবিত্র কুরআন বিকৃতির কিছু নমুনা

কাদিয়ানীদের রচিত তথাকথিত 'কুরআন মজিদ' নামক কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরে পবিত্র কুরআনের অনেক বিকৃত ব্যাখ্যা করা

হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করে তার বিপরীতে সহীহ তাফসীর তুলে ধরা হলো।

❋ ছুরা ফাতিহার ভূমিকায় বলা হয়েছেঃ তিনি (মির্যা গোলাম আহমদ) এই ছুরার সাতটি আয়াত হতে ঐশী শিক্ষার এমন নিগূঢ় তথ্যাবলী উদঘাটন করেছেন, যা পূর্বে বিশ্ববাসীর নিকট অগোচর ছিল। বলা যেতে পারে যে, এই ছুরাটির ব্যাখ্যা মির্যা আহমদ (আ.) এর দ্বারা যথার্থ অর্থে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বে যেন এর ভান্ডার মোহরাঙ্কিত ছিল। বর্তমানে হযরত আহমদ (আ.) (মির্যা) কর্তৃক এই মহান কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে।

সূত্রঃ উল্লেখিত কুরআন মজিদ পৃষ্ঠা নং-১ প্রকাশকঃ আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত বাংলাদেশ। প্রথম সংস্করণ: জিলকদ-১৪০৯ হিজরী। জৈষ্ঠ্য- ১৩৯৬ বাংলা, জুন-১৯৮৯ ঈসাব্দ। মুদ্রণে- ইন্টারকন এসোসিয়েটস ঢাকা-বাংলাদেশ।

❋ **ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী সহীহ তাফসীরঃ** নবুওয়ত ও রিসালাত এর যে গুরু দায়িত্ব অর্পন করে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে তা তিনি সম্পূর্ণভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। দায়িত্বটি হল, তাঁর উপর নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনের যাবতীয় হুকুম-আহকাম নিজের মধ্যে বাস্তবায়ন করার পর দুনিয়াতে তা প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজে তাঁর থেকে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা ছিলনা। এ কারণে ৮ই জিলহজ্ব আরাফার ময়দানে আল্লাহ ইসলামের পরিপূর্ণতার ঘোষণা দান করেন। যদি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ছুরা ফাতিহার নিগূঢ় তথ্য উদঘাটন করতে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি ছুরা ফাতিহার হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন কিভাবে করলেন?

উপরন্তু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে রাছুল! আপনার উপর আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং তার অর্থ আপনাকে বুঝানোর দায়িত্ব আমার উপর।

মির্যার উপরোক্ত উক্তির দ্বারা এটা প্রমানিত যে, মির্যা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং সে কুরআনের অর্থ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে বেশি বুঝেছে (নাউজুবিল্লাহ)।

❋ **কাদিয়ানীদের বিকৃত ব্যাখ্যাঃ** তিনি (আদম আঃ) আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে একেবারে আদি মানব নহেন, আমাদের পিতৃপুরুষ আদম (আ.)-এর পূর্ব সভ্যতার পত্তনকারী অন্যান্য আদমও আসিয়াছেন।

(সূত্রঃ উল্লেখিত কুরআন মজিদ, ছুরা বাক্বারা-৩১)

❋ **সহীহ তাফসীরঃ** হযরত আদম (আঃ) মানবজাতির আদি পিতা তাঁর পূর্বে মানুষের অস্তিত্ব ছিল না- এটা কুরআন হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত। সুতরাং মির্যার উক্তি বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়।

❋ কাদিয়ানীদের বিকৃত ব্যাখ্যাঃ ফেরাউনের সেনাবাহিনীতে বড় বড় রথ ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র থাকার কারণে মনে হয় পানির মধ্যে চলায় তাদের গতি মন্থর হয়ে পড়েছিল এবং সে কারণেই মধ্যে সমুদ্রে পৌঁছাতে না পৌছাতেই ভরা জোয়ার এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দিল। মূসা (আঃ) কর্তৃক লাঠি দ্বারা সমুদ্র জলে আঘাত করার ফলেই যে সমুদ্র দুইভাগে বিভক্ত হয়ে তাঁর দলের জন্য পারাপারের রাস্তা করে দিল, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। কেবল একটি ঐশী নিদর্শনরূপে মূসা আ. ঐশী সংবাদ প্রাপ্ত হলেন যে, এখনই ভাটার উপযুক্ত সময় তাঁর দলবলের সমুদ্র অতিক্রম করা উচিত।

(সূত্রঃ উল্লেখিত কুরআন মজিদ, ছুরা বাক্বারা-৫১)

❋ **সহীহ তাফসীরঃ** আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) নীল নদের উপর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন তাতে নদীর মধ্যে রাস্তা হওয়ার পর মূসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীরা নদী পার হলেন। এটা মূসা (আঃ) এর মুজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা, যা কুরআন হাদিসের অনেক জায়গায় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং নদী ভাঁটার সময় মূসা (আঃ) পার হওয়া এবং জোয়ারের সময় ফেরাউন ডুবে যাওয়ার উক্তি কুরআন হাদিসের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মূসা (আঃ) এর মুজেযাকে অস্বীকার করার নামান্তর।

❋ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, কুরআন দুনিয়া থেকে আসমানে উঠে গিয়েছিল। আমি পুনরায় কুরআনকে আসমান থেকে নিয়ে এসেছি। কুরআনে ভুল-ভ্রান্তি ছিল, আমি কুরআন থেকে সে ভুল-ভ্রান্তি সমূহ বের করতে এসেছি। (ইযালায়ে আওহাম-২৯৭)

পবিত্র হজ্ব এবং সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তার ধৃষ্টতা

❋ পবিত্র হজ্ব সম্পর্কে তার মন্তব্য, বর্তমানে মক্কায় হজ্বের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। কাদিয়ান শহরে আগমন করাই হজ্বের সমতুল্য।

(দৈনিক পয়গামে সুলাহ পৃষ্ঠা নং-২২)

❋ দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এবং হযরত উমর ফারুক রাযি. সম্পর্কে জঘন্য কটুক্তি করতে গিয়ে গোলাম আহমদ বলেন, তাঁরা তো আমার জুতা খুলে দেওয়ার মত যোগ্যতাও রাখে না। (মাসিক আল মাহদী জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী সংখ্যা পৃষ্ঠা নং-৫৭)

কাদিয়ানীরদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম

❋ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীরা ইসলামের আলোকে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের বিধায় তারা মুসলমানদের সম্পদের মিরাছ পাবে না।

❋ তারা কোন মুসলিম নারী বিবাহ করতে পারবে না।
❋ তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হারাম।
❋ পবিত্র মক্কা-মদিনায় তাদের প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
❋ তাদের জবাই করা জানোয়ারের গোশত খাওয়া হারাম।
❋ তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ফরজ।

কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবী কেন?

কেহ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, কাদিয়ানী ব্যতিত এদেশে আরো অনেক অমুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করে যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান। তাদের ব্যাপারে তো অমুসলিম ঘোষণার দাবী উত্থাপন করা হয় না। শুধু কাদিয়ানীদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবী উত্থাপনের কারণ কি? এর জবাব হলো-

❋ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান অমুসলিম জনগোষ্টি- সকলেই তাদেরকে অমুসলিম মনে করে। তারা কখনও নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে না। ইসলামের কোন পরিভাষা তারা ব্যবহার করে মুসলিম সমাজে তাদের ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার প্রচেষ্টা চালায় না। তাই তাদের দ্বারা কেহ কখনও প্রতারিত হয় না। কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায় খতমে নবুওয়তকে সরাসরি অস্বীকার করে মির্জা গোলাম আহমদকে নবী দাবী করার কারণে সর্বসম্মতিভাবে অমুসলিম হওয়া সত্বেও ইসলামের পরিভাষা ও মুসলমান নাম ব্যবহার করে সরল প্রাণ মুসলমানদের ঈমান-আক্বিদা লুন্ঠন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। মুসলমানদের ঈমান আক্বিদা তাহযীব-তামাদ্দুন এর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন হামলা হলে তাকে প্রতিহত করা সরকার এবং মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। যেমন- অমুসলিম সম্প্রদায়ের জান মাল ইজ্জত আবরু হেফাজত করা সরকারের দায়িত্ব। তাই কাদিয়ানীরা সরকারীভাবে অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত হলে সরল প্রাণ মুসলমানগণ তাদের ধোকা ও প্রতারণা থেকে রক্ষা পাবেন।

উপরন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হলে পক্ষান্তরে কাদিয়ানীরাই বেশি লাভবান হবে। কেননা তারা অমুসলিম হয়ে ইসলামের ছদ্মাবরনে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার চেষ্টা চালালে মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের উপর হামলা করতে পারে। তখন তাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট এবং জীবন বিপন্ন হবে। আর অমুসলিম ঘোষিত হলে অন্যান্য অমুসলিমদের মত কাদিয়ানীদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু হেফাজত করা সরকার এবং জনগনের জন্য জরুরী হয়ে পড়বে।

❋ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান তথা অমুসলিম সম্প্রদায় আবহমানকাল থেকে মুসলিম অধ্যুষিত দেশে বসবাস করে আসছে। তাদের নাম, সামাজিক রীতি-নীতি মুসলমানদের নাম ও কৃষ্টি-কালচারের সাথে মিল নেই। তারা হলো

সুকনা গোবরের মত। সুকনা গোবর সাথে নিয়ে নামায পড়লে নামায আদায় হয়ে যায়। সুতরাং মুসলমানদের দেশে তাদের জীবন যাপন, চলাফেরা ও বসবাস করাকে ইসলাম অনুমোদন করে। তাদের প্রতি মানবিক আচরনের জন্য ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীরা জন্মসূত্রে নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করে। মুসলমানদের নাম ও পরিভাষা ব্যবহার করে। তবে খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করার দরুন তারা মুরতাদ, ধর্মত্যাগী। এরা ভেজা গোবরের ন্যায়। ভেজা গোবর সাথে নিয়ে নামায আদায় করলে নামায হয় না। অতএব মুসলিম সমাজে মুসলমান নাম ধারন করে তাদের বসবাস করাকে ইসলাম অনুমোদন করে না। এ কারণে সংসদে আইন পাশ করে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা মুসলমানদের ঈমানের দাবী।

কাদিয়ানীদের বিষয়টি নিছক কোন রাজনৈতিক ইস্যু নয়

মুসলমানদের মধ্যে খুটি-নাটি বিষয়ে মত বিরোধ থাকলেও ইসলামের মৌলিক বিষয়ে কোন দ্বন্দ ও বিরোধ নেই। যেমন তাওহীদ, রিছালাত খতমে নবুওয়ত, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কেহ দ্বিমত পোষণ করলে তার ঈমান থাকে না। এ কারণেই মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে পবিত্র মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে ১৪৪টি মুসলিম রাষ্ট্র ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, মির্জা গোলাম আহমদ এর অনুসারী কাদিয়ানীরা কাফের (জিন্দিক) এবং তাদের প্রচারিত তথাকথিত "কুরআন মজিদ" এর তাফসীর বিকৃত। তারা মুসলমানদেরকে ধোকা দিচ্ছে এবং পথভ্রষ্ট করছে।

১৯৮৮ সালে ও.আই.সি'র (ইসলামী সম্মেলন সংস্থা) উদ্যোগে ইরাকে মুসলিম দেশসমূহের ধর্ম মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য ১৯৮৯ সালে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব উলামা সম্মেলনে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম, কাফের ঘোষণা করে সকল দেশের আলেম-উলামা ও ধর্মীয় প্রতিনিধিবৃন্দ একটি ফাতওয়া দলীলে স্বাক্ষর করেন। এতে বাংলাদেশের পক্ষ হতে তৎকালীন সরকারের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দীন আল আযাদও স্বাক্ষর করেন।

ভারত উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদরাও কাদিয়ানীদের ব্যাপারে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন না করে তাদের ব্যাপারে সজাগ ও সোচ্চার ছিলেন এবং বিরোধিতা করে

আসছেন। হযরত মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী রহ., হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজেরে মক্কী রহ., হযরত মাওঃ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ., আমীরে শরীয়ত হযরত মাওঃ আতাউল্লাহ বুখারী রহ., মরহুম ড. মুহাম্মদ ইকবাল, মাওঃ আবুল কালাম আজাদ, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ফখরে বাঙ্গাল মাওঃ তাজুল ইসলাম রহ., মরহুম শেখ মজিবুর রহমান প্রমুখ মনীষীগণ কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন, কাদিয়ানীরা মুসলিম উম্মার শত্রু। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৩ সালে লাহোর হাইকোর্টে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মামলা চলাকালে তিনি করাচি থেকে লাহোর গিয়ে নিজ খরচে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করেছেন।

হযরত ইমাম মাহদীর পরিচিতি

বংশ পরিচিতি : তাঁর নাম মুহাম্মদ। পিতার নাম আব্দুল্লাহ। মাতার নাম আমিনা। তিনি সাইয়্যেদ বংশীয় তথা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র বংশধরগণের মধ্যে হযরত ফাতিমা রাযি. এর বংশধর। আচার-ব্যবহার, সামাজিকতা, লেনদেন, চরিত্র, গঠন-আকৃতি ইত্যাদিতে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সাথে তাঁর অপূর্ব মিল। তবে মুখের জড়তার কারণে তাঁর কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে না। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তাই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার লেখাপড়ার প্রয়োজন হবে না।

তার আগমনের পূর্বে মুসলমানদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা

তাঁর আগমন ক্বিয়ামতের বড় বড় নিদর্শনাবলীর অন্যতম। এর পূর্বে ছোট ছোট কিছু নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

তিরমিযী শরীফে হযরত আলী রাযি. হতে বর্ণিত হাদীসে মুসলমানদের দ্বীনি ও নৈতিক অবস্থার বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে।

- ❋ শাসনকর্তারা ট্যাক্স বাবদ আদায়কৃত টাকাকে ব্যক্তিগত সম্পদরূপে গণ্য করবে।
- ❋ মানুষ আমানতের সম্পদকে গনিমতের সম্পদের ন্যায় হালাল মনে করবে।
- ❋ স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবে।
- ❋ সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে মন্দ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করবে।
- ❋ মুসলমানগণ পার্থিব স্বার্থ অর্জনের জন্য দ্বীনি ইলম শিক্ষা করবে।
- ❋ গোত্রের নিকৃষ্ট ও চরিত্রহীন ব্যক্তিবর্গ নেতৃত্বের আসন দখল করবে।

- ❋ ক্ষতির আশংকায় মানুষ এমন লোকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করবে যারা শরীয়ত বিরোধী জীবন যাপনে অভ্যস্ত।
- ❋ মদ্যপান প্রকাশ্যে হতে থাকবে।
- ❋ গান বাজনার উপকরণ ও নাচ গানের চর্চা ব্যাপক আকার ধারণ করবে।
- ❋ ব্যভিচারের প্রসার লাভ করবে।
- ❋ পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মের নিন্দাবাদ করবে।

আত্মপ্রকাশের পূর্বে মাহদীর অবস্থান: জন্মের পর ৪০ বছর যাবত তিনি নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ন্ত্রন করবেন। এ সময়টা তিনি মক্কা ও মদীনায় কাটাবেন। জন্মের পর পরিণত বয়সে উপনিত হলে স্বাভাবিকভাবে মদীনায় গমন করবেন। ইতিমধ্যে সারা বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা চরমে পৌছে যাবে। মুসলমানগণ হতাশ হয়ে একজন যোগ্য ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিকে খুঁজতে থাকবে কিন্তু কোথাও পাবে না। মাহদী তখন ভাববেন যে, লোকেরা আমার মত দুর্বল ব্যক্তির উপর নেতৃত্বের দায়িত্বভার চাপিয়ে দিতে পারে এ আশংকায় তিনি মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যাবেন। আত্মপ্রকাশের সময় পর্যন্ত তিনি মক্কাতেই অবস্থান করবেন।

ইমাম মাহদী এর আত্মপ্রকাশ: সন্ত্রাসী খৃষ্টান বাহিনী কর্তৃক যখন সারা বিশ্বে আধিপত্যের জাল বিস্তৃত হবে এবং শান্তিহারা, হতাশাগ্রস্ত মুসলমানগণ অনৈক্য ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। তখন শান্তিকামী মুসলিম জনসাধারণ মাহদীর অনুসন্ধান করে বেড়াবেন, যাতে তাঁর নেতৃত্বে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান ও দুশমনের সন্ত্রাসী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সে যুগের ওলী আবদালগণ রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর বাতানো সনাক্তকরণ চিহ্ন দিয়ে মাহদীকে খুঁজে বেড়াবেন। এক পর্যায়ে তাঁরা মাহদীকে পবিত্র মক্কা নগরীর রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তাওয়াফ করা অবস্থায় চিনে ফেলবেন।

মুসলমানগণ তাঁর সাথে পরিচিত হওয়ার পর দলে দলে এসে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করবে। তিনি যে আসল মাহদী তার প্রমাণস্বরূপ আকাশের অদৃশ্য থেকে একটা দৈববাণী ভেসে আসবে **"এ হল দুনিয়াতে প্রেরিত আল্লাহর প্রতিনিধি মাহদী। তোমরা তাঁর আদেশ শ্রবণ কর ও তাঁর প্রতি যথাযথ আনুগত্য প্রকাশ কর।"** উপস্থিত সকল লোক ইথারে তরঙ্গায়িত এ শব্দমালা শ্রবণ করবে এবং তাঁকে প্রতিশ্রুত মাহদী হিসেবে বরণ করে নিবে। অতঃপর তাঁর নেতৃত্বে ফিতনা নিরসনের মহান কাজ শুরু হবে।

খিলাফত লাভের পর ইমাম মাহদী-এর কার্যক্রম

ইমাম মাহদীর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা প্রচারিত হওয়ার পর মদিনার মুসলমানগণ মক্কায় চলে আসবেন। সিরিয়া, ইরাক ও ইয়ামানের ওলী আবদালসহ আরব দেশের অগণিত লোক তাঁর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করবেন। ইমাম মাহদী কাবা প্রাঙ্গণের গুপ্ত ভান্ডার উন্মুক্ত করে মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করবেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও রাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহার্য কার্যাবলীর প্রতি মনোযোগী হবেন। এক পর্যায়ে তিনি সদলবলে মক্কা থেকে মদিনায় এবং তথা হতে সিরিয়া যাবেন। হত্যাযজ্ঞ ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান শুরু করবেন। মুসলিম সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তিনি কুসতুনতুনিয়া ও ইস্তাম্বুল জয় করে অহংকারী ও খোদাদ্রোহী শক্তিকে ধুলায় লুণ্ঠিত করবেন। সারা বিশ্বে ন্যায়নীতির শাসন জারি করবেন। এরই মধ্যে তাঁর খেলাফতের প্রথম সাত বছর কেটে যাবে।

দাজ্জালের বিরুদ্ধে মাহদীর অভিযান

ইমাম মাহদীর খিলাফতের অষ্টম বছরে অভিশপ্ত দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। মাহদী রাষ্ট্র পরিচালনায় আত্মনিবেদিত থাকবেন। এরই মাঝে চতুর্দিকে দাজ্জাল বের হয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়বে।

ইমাম মাহদী-এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঁচজন কিংবা নয়জন অশ্বারোহী প্রেরণ করবেন। তদন্ত শেষে দেখা যাবে দাজ্জাল বের হওয়ার সংবাদ গুজব ও ভিত্তিহীন। মাহদী তখন ধীরস্থিরতার সাথে সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকবেন। এরই মধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ প্রকৃত দাজ্জাল বেরিয়ে পড়বে। সে তার দাজ্জালী কর্মকান্ড শুরু করে দিবে এবং তার প্রতি বশ্যতা ও আনুগত্যে অস্বীকারকারীদের নির্বিচারে হত্যা করে চলবে। মাহদী তাঁর বাহিনী নিয়ে যথাসাধ্য দাজ্জালকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ঈসা আ. এর আগমনের পূর্বে তাকে হত্যা করা যাবে না।

ঈসা আ.এর সাথে মাহদীর সাক্ষাত ও দাজ্জাল বিরোধী যৌথ অভিযান

মাহদীর খিলাফতের নবম বছরে ঈসা আ. এর আগমন ঘটবে। তিনি তখন সিরিয়ার দামেস্ক নগরীতে অবস্থান করবেন। দাজ্জাল সেখানে পৌছতে পারবে না। সেখানকার জামে মসজিদের ছাদের পূর্বপ্রান্তে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে ঈসা আ. আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। মাহদীর

ইমামতিতে তিনি আসরের নামায আদায় করবেন। অতঃপর উভয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে দাজ্জাল বিরোধী অভিযানে নেমে পড়বেন। যৌথ অভিযানের শিকার হয়ে দাজ্জাল পলায়ন করেও রক্ষা পাবে না। হযরত ঈসা আ. এর বর্শার আঘাতে 'লুদ' নামক স্থানে অভিশপ্ত দাজ্জাল নিহত হবে। অতঃপর মাহদী ও হযরত ঈসা আ. দাজ্জাল কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন এবং তাদেরকে কিছু ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। পৃথিবীর কোথাও তখন অমুসলিমদের কর্তৃত্ব থাকবে না। সমস্ত পৃথিবী মাহদীর সুবিচার ও ন্যায়নীতির আলোকে আলোকিত হয়ে যাবে। জুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটবে। অতঃপর ৪৯ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হবে। হযরত ঈসা আ. জানাযা পড়িয়ে তাঁকে দাফন করবেন। তারপর থেকে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ সমস্ত কার্যক্রম হযরত ঈসা আ. এর হাতে অর্পিত হবে।

হযরত মাহদী এর আগমন ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বশর্ত। তাঁর আগমনের পূর্বে আল্লাহ ক্বিয়ামত সংঘটিত করবেন না- এটা তাঁর প্রতিশ্রুতি। সুতরাং কুরআন হাদিসের আলোকোজ্জ্বল জ্ঞান ভান্ডারকে ফেলে রেখে মাহদীর আগমনের ব্যাপারে নানাপ্রকার অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের কথায় কান দিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন যুক্তি নেই। আল্লাহ আমাদেরকে বিভ্রান্তির কবল থেকে হেফাজত করুন।

হযরত ঈসা আ.এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তাঁর নাম ঈসা। মাতার নাম মারয়াম। পিতা ছাড়া আল্লাহর কুদরতের দ্বারা তাঁর জন্ম। তিনি এমন একজন রাছুল, যাঁর জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে বিদ্যমান রয়েছে। সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম পৃথিবীতে আগমনের ৫৭০ বছর পূর্বে বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের জন্য তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়। তাঁর জন্ম ও বাল্য জীবন অন্যান্য নবী-রাছুলগণ থেকে আলাদা। তিনি আল্লাহর নির্দেশে এবং হযরত জিব্রাঈল আ. এর ফুঁক দ্বারা হযরত মারয়াম আ. এর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি বনী ইসরাঈলের শেষ নবী ছিলেন। পিতৃহীন অবস্থায় তার জন্মের কারণে ইয়াহুদীরা তাকে (নাউজুবিল্লাহ) জারজ সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, ঈসা ইবনে মারয়াম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ন্যায়- নীতি ও ইনসাফের সহিত খেলাফত পরিচালনা করবেন।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। শুকরকে বিনাশ করবেন। আর জিযিয়া বা কর প্রথা রহিত করবেন। তখন অঢেল সম্পদ হবে, কেউ তা গ্রহণ করার মত থাকবে না।

হযরত ঈসা আ. কে আসমানে তুলে নেয়ার পটভূমি

বর্ণিত আছে, একদা হযরত ঈসা আ. দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে আপন সম্প্রদায়কে একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। যুবকদেরকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে বৃদ্ধরাই তাঁর নিকট হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যুবকরা কোথায়? বৃদ্ধরা উত্তর দিল, তারা আসতে রাজী নয়। তিনি জানতে চাইলেন, ঐ ঘরে কারা আছে? তারা উত্তর দিল ঐখানে পশুদেরকে রাখা হয়েছে। তাদের এ প্রতারনামূলক আচরনের দরুন হযরত ঈসা আ. এর বদদোয়ায় আল্লাহ যুবকদেরকে বানরে পরিণত করে দিলেন। এমনিতেই পূর্ব থেকে অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল। তাঁকে বিভিন্ন পন্থায় শারিরীক ও মানসিকভাবে কষ্ট দিত। এমনকি তৎকালীন বাদশাহর দরবারে তারা এ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে যে, এ লোকটি ধর্ম ত্যাগী ও তাওরাত বিকৃতকারী। সে লোকদেরকে বিধর্মী বানাচ্ছে। উক্ত ঘটনায় ইয়াহুদীরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের দলপতি তাকয়ানুস বা তায়তালানুস এর নেতৃত্বে ইয়াহুদীদের এক বিশাল বাহিনী একত্রিত হয়। দলপতির লেবাস পোশাক ও আকৃতি ঈসা আ. এর সাদৃশ্য ছিল। হযরত ঈসা আ. দৌড়ে গিয়ে যে ঘরে অবস্থান করছিলেন, ঐ ঘরে তায়তালানুস প্রথমে প্রবেশ করে। অপরদিকে আল্লাহ হযরত ঈসা আ. কে স্বশরীরে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন। ইয়াহুদীরা দলপতিকে ঈসা আ. মনে করে শুলিতে চড়িয়ে হত্যা করে।

পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হওয়ার পর নিজেদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হল। কেউ কেউ বলল, আমরা তো আমাদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। অন্যরা বলল নিহত ব্যক্তি ঈসা আ.। কেউ কেউ বলতে থাকে, এইটা যদি তায়তালানুস হয়, তাহলে ঈসা কোথায়? আর যদি ঈসা হয়, তাহলে তায়তালানুস কোথায়? এ বিষয়ে তারা গোলক ধাঁধায় পড়ে গেল। মোটকথা তারা প্রবল সন্দেহ ও মহা বিতর্কের ধুম্রজালে আটকে পড়েছিল। তাদের এই অবস্থাকে পবিত্র কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে, "আর তারা না তাঁকে (ঈসা আ.) কে হত্যা করতে পেরেছে আর না পেরেছে শুলিতে চড়াতে- তারা গোলক

ধাঁধায় পড়ে গেছে, বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (ছুরা নিসা-১৫৭)

হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে যমীনে অবতরণ করবেন

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা-বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা আ. শেষ যামানায় যমীনে অবতরণ করবেন। ছুরা যুখরুফে ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়ই ঈসা আ. ক্বিয়ামতের একটি নিদর্শন।" তাফসীরবীদদের মতে নিদর্শন দ্বারা তাঁর দুনিয়াতে অবতরণকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈসা আ. দুনিয়াতে অবতরণের পূর্বে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। (ইবনে কাসীর)

ছুরা আল ইমরানে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ বলেন, "আমি আপনাকে (ঈসা আ.) স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু দান করব এবং আমার নিকট তুলে নিব।"

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, "ঐ সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অতিসত্বর তোমাদের মাঝে মারয়ামের পুত্র ন্যায়-পরায়ন শাসকরূপে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। শুকরকে হত্যা করবেন। জিযিয়া (কর) প্রথা রহিত করবেন। তখন মাল-সম্পদ এতো অধিক হবে যে, যাকাত গ্রহীতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। (বুখারী শরীফ)

হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর টিকে থেকে ন্যায়ের পথে জিহাদ চালিয়ে যাবে। হকের পতাকাকে সর্বদা সমুন্নত রাখবে। অতঃপর ঈসা আ. ক্বিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। তখন মুসলমানদের আমীর তাকে ইমামতির জন্য আহ্বান করবেন। তিনি বলবেন, আমি নয় তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ এর উপযুক্ত।

(মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের দীর্ঘ এক হাদীসে বর্ণনা রয়েছে যে, দাজ্জাল যখন পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তখন হযরত ঈসা আ. জাফরানী রংয়ের এক জোড়া কাপড় পরা অবস্থায় দামেস্কের (সিরিয়া) জামে মসজিদের সাদা মিনারায় দুইজন ফেরেশতার উপর ভর করে অবতরণ করবেন। তখন সদ্য গোসলকৃত পানির ফোটা তার শরীর থেকে ঝরতে থাকবে। তিনি দাজ্জালের সন্ধানে বের হবেন এবং সিরিয়ার 'লুদ' পর্বতের নিকটে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। (মুসলিম, তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই মারয়ামের পুত্র ঈসা পৃথিবীতে

পুনরায় আগমন করবেন। তখন তিনি বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তানাদীও হবে। ৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করার পর তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. ও হযরত উমর ফারুক রাযি. এর কবরের মাঝে ফাঁকা জায়গায় তাঁকে দাফন করা হবে।

আসমান থেকে তাঁর অবতরণের হেকমত

সমস্ত নবী-রাছুলগণের জন্য জান্নাত অবধারিত। তবে জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু পূর্বশর্ত। তিনি আসমানে জীবিত অবস্থায় আছেন। যেহেতু আসমান মৃত্যুর স্থান নয়, বরং যমীনই মৃত্যুর জায়গা সেহেতু কারো প্রয়োজনে নয়, বরং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর জন্য আল্লাহর নির্দেশ এবং নিজের প্রয়োজনেই হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে যমীনে অবতরণ করবেন।

তাঁর যমীনে অবতরণ কি হিসেবে হবে

হযরত ঈসা আ. এর অবতরণ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে তিনি নবী হিসেবে না হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর উম্মত হয়ে আসবেন? উম্মত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। কেননা নবী-রাছুলগণের প্রমোশন হয় ডিমোশন হয় না। তিনি তো জালিলুল কদর পয়গম্বর। তিনি ডিমোশন প্রাপ্ত হয়ে উম্মত কিভাবে হবেন? কেননা নবী উম্মত হতে পারেন না। সুতরাং উনি নবী হিসেবে আসমান থেকে যমীনে অবতরণ করবেন। এখন প্রশ্ন হয়, তাহলে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বশেষ নবী কিভাবে হয়, বরং হযরত ঈসা আ. সর্বশেষ নবী সাব্যস্ত হয়। এর প্রথম জবাব, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, আমি সর্বশেষ নবী আমার পর আর কোন নবী নেই। হযরত ঈসা আ. তো তাঁর আগের নবী ছিলেন; তাঁর পরের নবী নন। আসমান থেকে নিজের প্রয়োজনে অবতরণ পরে হয়েছে। দ্বিতীয় জবাব, তিনি নবী হিসেবে আগমন করবেন, নবীর মর্যাদা বহাল থাকবে। তবে কর্তৃত্ব থাকবে না। যেমন কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী অন্য দেশে সফরে গেলে তাকে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করা হয় কিন্তু তার কর্তৃত্ব চলে না যেহেতু ঐ দেশে বৈধ প্রধানমন্ত্রী বহাল আছেন। যেহেতু শেষ নবী হিসেবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর রেসালাত ও আদর্শ বহাল ও বলবৎ আছে, সেহেতু হযরত ঈসা আ. এর কোন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে না। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আদর্শ অনুযায়ী তিনি নিজের জীবন যাপন করবেন। ইসলামী বিধান অনুযায়ী ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের সহিত ৭ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। অবতরণের পর ৪০ বছর

জীবিত থাকবেন। ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর ফারুক রাযি. এর কবরের মাঝে ফাঁকা জায়গায় তাঁকে দাফন করা হবে।

ভুল সংশোধন

❋ অনেকেই মনে করেন হযরত ঈসা আ. আসমান হতে উম্মত হয়ে যমীনে অবতরণ করবেন- তাদের এই ধারণা সঠিক নয়, যা উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ❋ অনেক বই-পুস্তকে দেখা যায় যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর হাদীস لانبى بعدى এর অর্থ এভাবে করা হয়েছে যে, আমার পর আর কোন নবী-রাছুলের আগমন হবে না- এটাও ভুল। প্রকৃত অর্থ, 'আমার পর আর কোন নবী নেই।' ❋ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শোনা যায়, উপস্থিত মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হয় "তৌহিদী জনতা"- এটাও ভুল। কাদিয়ানীরাও তো তৌহিদী জনতার অন্তর্ভুক্ত, কেননা তারাও আল্লাহকে এক মানে। সুতরাং সম্বোধন করার সময় অন্য বাক্য ব্যবহার করা উত্তম।

ওলামায়ে কেরামের আন্দোলন এবং কতিপয় বুদ্ধিজীবির ভূমিকা

যখন বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম এবং সর্বস্তরের জনগণ দীর্ঘদিন যাবত কাদিয়ানীদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তখন দেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবি কাদিয়ানীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের পক্ষে ওকালতি শুরু করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা কোন রাজনৈতিক ইস্যু নয় বরং এটা মুসলমানদের ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের এই পক্ষপাতিত্ব যদি কাদিয়ানীদের সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে তাহলে কোন সচেতন জনগণ এটা সহজে মেনে নিবে না। কেননা তাদের মধ্যে এতটুকু জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে এরা কোন সাহসে নিজেদের বুদ্ধিজীবি হিসেবে দাবী করেন।

উপরন্তু তারা মুসলমান হয়ে যদি ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে এতটুকু জানার চেষ্টা না করেন তাহলে তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়ার অধিকার কিভাবে রাখতে পারেন? যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এটা হয়ে থাকে তাহলে নব্বই শতাংশ মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত করে গুটি কয়েক কাদিয়ানীদের মনোরঞ্জন করার পিছনে কোন গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে, যা সহজেই অনুমেয়। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, ইসলামের আলোকে কাদিয়ানীরা কাফের এ ব্যাপারে যারা সন্দেহ পোষণ করে তারাও কাফের।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(শিয়া প্রসঙ্গ)

শিয়া মতবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা

شيعة শিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্প্রদায়, দল, সমর্থক, সহায়ক। পবিত্র কুরআনে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য আমি অবশ্যই তাদেরকে পৃথক করে নিব। (সুরা মারইয়াম, আয়াত-৬৯)

ইসলামের বিজয় ধারা পুরা আরব উপদ্বীপ অতিক্রম করে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর খেলাফত আমলে ইসলামের আরো উন্নতি সাধিত হয়। হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর খেলাফত আমলে তৎকালিন পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফত আমলে ইসলামের গতি আরো সঞ্চারিত হতে থাকে। মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। তবে কতিপয় মুনাফিক মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল ইয়েমেনের ইয়াহুদী পন্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সাবা। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মাঝে ফিৎনা ও বিভেদ সৃষ্টি করা। এ অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সে মদীনা মুনাওয়ারা, বসরা ও সিরিয়া সফর করে। কিন্তু এসব স্থানে সে আশানুরূপ সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে মিশরের সহজ-সরল মূর্খ মানুষদেরকে টার্গেট করে।

তার ষড়যন্ত্রের পদ্ধতি বা তরিকা: হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সাথে হযরত আলী রাযি.-এর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। একে ভিত্তি করে সে হযরত আলী রাযি.-এর প্রতি অস্বাভাবিক ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাতে থাকে। তাঁর কিছু মুজিযা বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করে তাঁকে এক মহান সত্ত্বা হিসেবে প্রমান করার অপচেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে সে ঐসব লোকদেরকে একথা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ইন্তেকালের পর খিলাফত, ইমামত ও হুকুমতের একমাত্র যোগ্য ছিলেন হযরত আলী রাযি.।

উপরন্তু প্রত্যেক নবী-রাসুলের একজন وصى (ওয়াসী) বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকেন, যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন। আর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াছাল্লামের ওয়াসী হলেন হযরত আলী রাযি.। তাঁর ইন্তেকালের পর লোকেরা ষড়যন্ত্র করে হযরত আলী রাযি.-এর প্রাপ্য হক বিনষ্ট করে তাঁর পরিবর্তে হযরত আবু বকর রাযি.-কে খলীফা বানিয়ে দেয়। এ ধারাবাহিক চক্রান্তের ফসল হিসেবে পালাক্রমে হযরত উমর ফারুক রাযি. ও হযরত উসমান রাযি.-কে খেলাফতের মসনদে বসানো হয়। এসব মিথ্যা, বানোয়াট উক্তি ও ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিল পাপিষ্ট আব্দুল্লাহ বিন সাবা। সে অতি চতুরতা ও সতর্কতার সহিত অগ্রসর হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে মিসর এবং এর বাহিরে তার বেশ কিছু অনুসারী তৈরি হয়ে যায়।

এক পর্যায়ে সে অত্যন্ত গোপনে স্বদলবলে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছে। বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের মহান খলীফা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দু'মেয়ের জামাতা হযরত উসমান রাযি. এদেরই হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। এমনই এক রক্তাক্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে খেলাফতের মহান দায়িত্ব হযরত আলী রাযি.-এর উপর অর্পিত হয়। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, সে সময় তিনিই ছিলেন এই বিশাল দায়িত্ব বহনের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।

এদিকে হযরত উসমান রাযি.-এর শাহাদত বরনের প্রেক্ষাপটে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উভয়ের মধ্যে দুইটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একটি যুদ্ধ জামাল অপরটি যুদ্ধ সিফ্‌ফিন। এসব দ্বন্দ্ব-কলহের পিছনে কারিগর ছিল আব্দুল্লাহ বিন সাবা এবং তার অনুসারীরা। পরবর্তীতে এরা হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষ অবলম্বন করে। তাঁর প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সহজ-সরল মানুষদেরকে একথা বুঝাতে থাকে যে, হযরত আরী রাযি. হলেন মূলতঃ আল্লাহর রূপ, যেন তিনিই আল্লাহ।

শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং তারা সহজ-সরল মানুষদেরকে এ বলে বিভ্রান্ত করে যে, আল্লাহ নবুওয়ত ও রিসালতের জন্য হযরত আলী রাযি.-কে মনোনিত করেছিলেন। হযরত জিবরাঈল আ.-কে তাঁর নিকট ওহী নিয়ে প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তিনি ভুলক্রমে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট চলে যান।

হযরত আলী রাযি. এ জঘন্য কথাবার্তা শোনার পর তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে এবং তদানিন্তন নাজুক পরিস্থিতির আলোকে হযরত আলী রাযি. এ সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখেন। তবে অন্য কিছু বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আলী রাযি. ঐ যিন্দিক পাপিষ্ট আব্দুল্লাহ বিন সাবা ও তার অনুসারীদেরকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেন।

(মিনহাজুস সুন্নাহ, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৭)

শিয়াদের কালিমা

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللهِ وَوَصِيُّ رَسُوْلِ اللهِ وَخَلِيْفَةُ اللهِ بِلَا فَصْلٍ.

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নাই। মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহর রাসুল। আলী রাযি. আল্লাহর বন্ধু। রাসুল কর্তৃক যাকে ওয়াসী নিযুক্ত করা হয়েছে এবং বিবেদহীনভাবে তিনি আল্লাহর খলীফা।

মুসলমানদের কালিমা

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

❋ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিত আর কোন মাবুদ নেই। মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ রাসুল।

উল্লেখ্য, মুসলমান হওয়ার জন্য যে কালিমা পূর্বশর্ত, সে কালিমার মধ্যে শিয়া এবং মুসলমানদের কালিমার পার্থক্য বিদ্যমান।

শীয়াদের কুরআন বিকৃতি

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (فى ولاية على والائمة لمن بعده) فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

❋অর্থাৎ যে ব্যক্তি হযরত আলী রাযি. ও তাঁর পরের ইমামগণের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সফলতা লাভ করল।

(উসুলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১৪)

ছুরা আহযাবের ৭১নং অত্র আয়াতটি মূলতঃ এইভাবে নাযিল হয়েছে এবং পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে,

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

❋ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে সফলতা লাভ করল।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (فى على) بَغْيًا

❋ অর্থাৎ যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে তা খুবই মন্দ। যেহেতু তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন হযরত আলীর ব্যাপারে হটকারীতার দরুন তা অস্বীকার করেছেন। (উসুলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১৭)

সুরা বাকারার ৯০নং অত্র আয়াতটি মূলতঃ পবিত্র কুরআনে এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে,

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا

❋ অর্থাৎ যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে তা খুবই মন্দ। যেহেতু তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অস্বীকার করেছে হটকারীতার দরুন।

বর্তমান পবিত্র কুরআন আসল কুরআন নয়

শিয়াদের আক্বিদা হল, বর্তমান কুরআন আসল কুরআন নয়। এ দাবীর স্বপক্ষে তাদের মতামত,

عن هشام بن سالم بن ابى عبد الله عليه السلام ان القرآن الذى جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر الف آية.

অর্থাৎ হিশাম ইবনে সালেম হতে বর্ণিত, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ (জাফর সাদিক) বলেন, ঐ কুরআন যা হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ-এর নিকট নিয়ে এসেছেন তাতে সতের হাজার আয়াত ছিল।

(উসুলে কাফী, পৃষ্ঠা-৬৭১)

অথচ পবিত্র কুরআনে ছয় হাজার ছয়শত ছেষট্টি আয়াত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, হযরত নুহ আ. থেকে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত যতসব নবী-রাসুলগণের উপর ছোট-বড় যত কিতাব নাযিল হয়েছে পরবর্তীতে উম্মতেরা সমস্ত কিতাবে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করেছে। পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ফেলেছে। কোন কিতাব নাযিলকৃত আকৃতিতে নাই। একমাত্র কুরআন যা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত এর কোন একটি হরফ এমনকি একটি নুকতারও কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

❋ অর্থাৎ অবশ্যই আমি কুরআন নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমি এর হেফাজত করব। (ছুরা হিজর, আয়াত-৯)

হযরত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শীয়াদের জঘন্যতম আক্বীদা

كان الناس اهل ردة بعد النبى صلى الله عليه وسلم الا الثلثة فقلت ومن الثلثة؟ فقال المقداد بن الاسود وبو ذر الغفارى وسلما الفارسى.

❋ অর্থাৎ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনজন ব্যতিত সকল সাহাবী মুরতাদ বা ইসলাম ধর্মত্যাগী হয়ে গেছেন। এই তিনজন হলেন হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবু জর গিফারী এবং সালমান ফারসী রাযি.। (কিতাবুর রওয়া, পৃষ্ঠা-১১৫)

ان الناس عادوا بعد ما قبض النبى صلى الله عليه وسلم اهل جاهلية.

❋ অর্থাৎ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কিরাম জাহিলিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

(রাওয়ায়ে কাফী, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৯৬)

ইসলামের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

❋ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা-বিশ্বাসের আলোকে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি। তাঁদের যে কোন একজনকে অনুসরণ করলে হেদায়াত পাবে। আল্লাহ মুনাফিকদের খেতাব করে ইরশাদ করেছেন,

اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ

অর্থাৎ তোমরা দ্বিমুখী নীতি পরিহার করে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এ আয়াতে ناس নাচ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন নাযিলের যুদে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সাহাবায়ে কেরামের ঈমানই ঈমানের কষ্টি পাথর। তাঁরাই সত্যের মাপকাঠি। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টি পাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমানিত না হয় তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ঈমানদারকে মুমিন বলা চলে না।

❋ হুদায়বিয়ার বাইয়াত বা শপথে অংশ গ্রহণকারীদের প্রতি আল্লাহ আপন সন্তুষ্টির ঘোষণা করে ইরশাদ করেছেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে বাইয়াত বা শপথ করল।

এ কারণে একে বাইয়াতে রিদওয়ান তথা সন্তুষ্টির বাইয়াত বলা হয়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত যাবের রাযি. বর্ণনা করেন, হুদাইবিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ অর্থাৎ তোমরা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সহীহ মুসলিম শরীফে উম্মে বাশার থেকে বর্ণিত আছে, مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ অর্থাৎ যারা এই বৃক্ষের নিচে বাইয়াত বা শপথ করেছেন, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তাই এ শপথে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অনুরূপ হয়ে গেছে। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন, اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ তোমরা যা ইচ্ছা তা কর। অর্থাৎ ক্ষমার অযোগ্য কোন অপরাধ তোমাদের থেকে হবে না।

সারকথা, তাঁদের সম্পর্কে যেমন কুরআন ও হাদীসে খোদায়ী সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে, তেমনি হুদাইবিয়ার বাইয়াতে অংশগ্রহণ কারীদের জন্যও এরূপ সুসংবাদ উল্লেখিত আছে। এসব সুসংবাদ সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের সবার খাতেমা বা ইন্তেকাল ঈমান ও পছন্দনীয় সৎকর্মের উপর হবে। কেননা খোদায়ী সন্তুষ্টির এই ঘোষণা এ বিষয়েরই নিশ্চয়তা দেয়।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি দোষারোপ এবং তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করা কুরআন হাদীসের পরিপন্থী।

তাফসীরে মাজহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ক্ষমা ও মাগফিরাতের ঘোষণা দিয়েছেন। যদি তাঁদের তরফ থেকে কোন ভুল-ত্রুটি অথবা গুনাহ হয়েও যায় এমতাবস্থায় তাঁদের সেগুলোকে আলোচনা ও বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা গোমরাহীর কারণ। শিয়া ও রাফেজী সম্প্রদায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি., হযরত উমর রাযি. এবং অন্যান্য সাহাবীর প্রতি কুফর-নিফাকির দোষ আরোপ করে। উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস তাদের সেসব ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এবং হযরত উমর রাযি. এর প্রতি তাদের আক্বিদা-বিশ্বাস

انهما ظلمانا حقنا وكانا اول عن ركب اعناقنا والله ما اسست عن بلية ولاقضية تجرى علينا اهل البيت الا هما اسّسا اولها فعليهما لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

※অর্থাৎ তাঁরা দুজন (হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি.) অন্যায়ভাবে আমাদের হক নষ্ট করেছেন। এরা দুজন সর্বপ্রথম আমাদের আহলে বাইয়াত বা নবী পরিবারের উপর চড়াও হয়েছেন। আমাদের উপর যত বিপর্যয় ও দুর্যোগ এসেছে তার মূল ভিত্তি এ দুজনই রেখেছেন। সুতরাং এ দুইজনের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত বা অভিশাপ পড়ুক।

(কিতাবুর রওয়াহ, পৃষ্ঠা- ১১৫)

ما اهريق فى الاسلام محجة ولا اكتسب مال من غير حلة ولانكح فرج حرام الا وذلك فى اعناقهما.

※ অর্থাৎ ইসলামে যে কোন না হক রক্তপাত হলে, যে কোন ভাবে না-জায়েয সম্পদ উপার্জন করা হলে, যে কোন স্থানে ব্যভিচার হলে এর সমস্ত গুনাহ আবু বকর ও উমরের ঘাড়ের উপরই থাকবে। (রিজাল কুশি, পৃষ্ঠা-১৩৫)

اوّل من يبايعه على يده ابليس.

※ অর্থাৎ সর্বপ্রথম শয়তান বা ইবলিস আবু বকরের হাতে বাইয়াত করেছে।

(কিতাবুর রওয়াহ, পৃষ্ঠা- ১৫৯)

عمر بن الخطاب عليه اللعنة والعذاب

※অর্থাৎ উমর ইবনুল খাত্তাব তার উপর আল্লাহর লানত ও অভিশাপ পতিত হউক।

※ আল্লাহ তায়ালা আবু লুলু নামক এক ইরানি ব্যক্তির হাতে উমরকে হত্যা করিয়ে দেন, এই হত্যাকারীর উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হউক।

(যাদুল মায়াদ, পৃষ্ঠা-৪৩৩)

কুরআন হাদীসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. ও হযরত উমর রাযি. সম্পর্কে প্রশংসা

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا.

※ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) বের হওয়ার জন্য তোমাদেরকে বলা হয়, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। যদি তোমরা রাসুলকে সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ আল্লাহ তাঁর সাহায্য করেছিলেন। যখন তাঁকে কাফিরেরা মক্কা থেকে বের করেছিল। তিনি ছিলেন দুইজনের একজন। যখন তারা গুহায় ছিলেন, তখন তিনি আপন সঙ্গী (আবু বকর সিদ্দিক রাযি.)-কে বললেন, বিষন্ন হয়োনা আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (সুরা তওবা, আয়াত: ৩৮-৪০)

উল্লেখ্য যে, মক্কা থেকে মদীনা শরীফ হিজরতের সময় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সফর সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.। কাফিরেরা সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে ফিরছে। আশ্রয়স্থল মজবুত কোন দূর্গ ছিল না। বরং তা ছিল এক গিরি গুহা। যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত শত্রুরা পৌছেছিল। তখন গুহা সঙ্গী হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. আপন জীবনের চিন্তা না করে এ ভেবে বিচলিত হয়েছিলেন যে, কাফিরেরা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের জীবন নাশ করে দিবে। কিন্তু এ সময়েও হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে তা নয়, বরং সফরসঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলেছিলেন, চিন্তিত হয়োনা-আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অত্র আয়াতে হযরত আবু বকর রাযি.কে অভয় দিয়ে আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গী হিসেবে ঘোষণা প্রদান করা তাঁর আকাশচুম্বি ইজ্জত-সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

❋ অর্থাৎ "যদি আমি আল্লাহকে ব্যতিত অন্য কাউকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম।" (বুখারী, মুসলিম)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, "আমি দুনিয়াতে আবু বকরের ইহসানের বদলা দিতে পারিনি। তাঁর বদলা আল্লাহ পাকই তাঁকে দান করবেন। (তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং-৩৬৬৯)

শিয়াদের সমালোচনার অন্যতম টার্গেট হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.। যিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর হাবীবের সঙ্গে পবিত্র কাবাগৃহে নামায আদায় করেছেন। যিনি সর্বপ্রথম হিজরী সাল চালু করেছেন। যিনি তদানীন্তন দুই সুপার পাওয়ার কায়সার ও কিসরাকে শোচনীয়ভাবে পরাভুত করে রোম ও পারস্যে ইসলামের পতাকা উড্ডিন করেছেন। যাঁর ব্যাপারে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَوْ كَانَ بَعْدِیْ نَبِیٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ.

❋ অর্থাৎ "আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন, তাহলে তিনি হতেন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি."। (তিরমিজি শরীফ)

❋ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম একদিন আপন ডান হাত হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর কাঁধে, বাম হাত হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর কাঁধে রেখে দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা এদিকে তাকাও। সবাই তাকালেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি দেখলে? সবাই বললেন, আমরা দেখতে পেলাম আপনি দুই বন্ধুর কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করলেন, এই দৃশ্যে আমি হাশরের ময়দানে উঠবো। এই দৃশ্যেই আমি জান্নাতে যাবো।

এছাড়া কুরআন-হাদীসের অনেক জায়গায় হযরত সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. ও হযরত ওমর ফারুক রাযি. সম্পর্কে অনেক তা'রিফ-প্রশংসা রয়েছে।

শিয়া মতবাদের বুনিয়াদী বিষয় কিতমান

কিতমান অর্থ লুকিয়ে রাখা। অর্থাৎ আপন আক্বিদা-বিশ্বাস, মাযহাব ও মতকে লুকানো এবং অন্যের নিকট তা প্রকাশ না করা। তাদের গ্রহণযোগ্য ইমাম জাফর সাদিক বলেন,

انكم على دين من كتمه اعزه الله ومن اذاعه اذله الله.

❋ অর্থাৎ 'তোমরা এমন এক দ্বীনের উপর আছ যে ব্যক্তি এটাকে গোপন করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মান দান করবেন, আর যে এটাকে প্রকাশ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে অপদস্থ করবেন। (উসুলে কাফী-৪৮৫)

ইমাম বাকির বলেন,

ان احب اصحابی الیّ اكتمهم لحديثنا.

❋ অর্থাৎ আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় শাগরিদ ও শিষ্য হল সে, যে আমাদের কথাবার্তাকে বেশি গোপন করে। (উসুলে কাফী-৪৮৬)

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ.

❋ অর্থ: আর স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তোমরা তা অবশ্যই অবশ্যই মানুষের নিকট বয়ান করবে এবং তা গোপন করবে না। (আল ইমরান, আয়াত-১৮৭)

আরো ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

❋ অর্থ: নিঃসন্দেহে যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়াতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন এবং অন্যান্য লানতকারীরাও। (বাকারা, আয়াত-১৫৯)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

❋ অর্থ: কোন ব্যক্তি যদি কাহারো থেকে দ্বীনের কোন বিষয়ে জানার জন্য সুয়াল করে, জানা সত্ত্বেও যদি সে গোপন করে কিয়ামত দিবসে তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। (আবু দাউদ ৬৭ ও তিরমিজি ২৯)

তাকিয়াহ করা তাদের অন্যতম আক্বিদা

তাকিয়াহ অর্থ আপন অন্তরের ধারনা-বিশ্বাসকে অন্যের নিকট বিপরীতভাবে প্রকাশ করা। তার মানে অন্যকে ধোকা দেয়া।

عن ابی عمیر الاعجمی قال قال ابو عبد الله عليه السلام يا ابا عمير! تسعة اعشار الدين فى التقية ولادين لمن لا تقية له.

❋ অর্থাৎ আবু উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইমাম জাফর সাদিক আমাকে বলেছেন, হে আবু উমাইর! ইসলামের দশ ভাগের নয় ভাগই আছে তাকিয়ার মধ্যে। আর যে তাকিয়া করে না সে বেদ্বীন। (উসুলে কাফী-৪৮২)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

انه من كانت له تقية رفع الله ومن لم تكن له تقية وضعه الله.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাকিয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ তাকে সুমহান মর্যাদার অধিকারী বানাবেন। পক্ষান্তরে যে তাকিয়াহ করবে না, আল্লাহ পাক তাকে নিচু করে দিবেন।

(উসুলে কাফী-৪৮৩)

ইসলামের আলোকে তাকিয়াহ অবলম্বনকারী মুনাফিক

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

অর্থাৎ মুনাফিকের আলামত তিনটি। এক. মিথ্যা কথা বলা অর্থাৎ অন্তরে যা আছে তার বিপরীতটা প্রকাশ করা। দুই. আমানতের খেয়ানত করা। তিন. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

উল্লেখ্য যে, কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন স্থানে দুইটি শব্দ পর পর উল্লেখ রয়েছে- একটি কাফের দ্বিতীয়টি মুনাফিক। অনুরূপভাবে কাফেরের চেয়ে মুনাফিকের শাস্তি অনেক বেশি, তাও কুরআন-হাদিসে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

মুতআহ তাদের মৌলিক আক্বিদার মধ্যে অন্যতম

কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ যে কোন নারীর (যার সাথে বিবাহ বৈধ) সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, আমি তোমাকে এই সময়কাল পর্যন্ত এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভোগ করব- এটাকে মুতআহ বলা হয়। এতে সময়কাল, অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারিত হওয়া শর্ত। নারী এ প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেই মুতআর চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। এই মুতআর ন্যূনতম সময় এক রাত, একদিন, কয়েক ঘন্টা এমনকি এক ঘন্টার জন্যও করা যায়। এতে কাজী, স্বাক্ষী, উকিল এমনকি তৃতীয় কারো অবহিত হওয়ারও প্রয়োজন নাই।

শিয়াদের কিতাব উজালায়ে হাসানাহ ১৪-১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, "যে ব্যক্তি জীবনে একবারের জন্য মুতআহ করেছে সে জান্নাতী"। আরো উল্লেখ রয়েছে "যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার মহিলার সাথে মুতআহ করে সে যেন সত্তরবার কাবা ঘর যিয়ারত করে"।

এ করাণেই ইরানের পথে-ঘাটে বিভিন্ন বয়সী মহিলাদের মুখ থেকে শোনা যায় متعہ ی کی، متعہ ی کی তুমি কি আমার সাথে মুতআহ করবে? তুমি কি আমার সাথে মুতআহ করবে?

ইসলামের দৃষ্টিতে মুতআহ

শরীয়তের আলোকে মুতআহ যিনা-ব্যভিচারেরই আরেকটি রূপ। এ দুয়ের (মুতআহ ও যেনার) মাঝে শুধু শব্দগত পার্থক্য ব্যতিত অন্য কোন তফাত নেই। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন এবং হাদীস বিশারদগণের ইজমা বা ঐক্যমতে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত মুতআহকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আলী রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

❋ অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম খাইবার যুদ্ধের দিন মহিলাদের সাতে মুতআহ করতে এবং পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

(বুখারী, মুসলিম)

ইমাম খোমেনি ও ইরানের বিপ্লব

ইরানের জালিম ও কর্তৃত্ববাদী শাসক রেজা শাহ পাহলভীর জুলুম নির্যাতনে মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়ে। অত:পর ১৯৭৯ সালে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে গণ বিপ্লবের মাধ্যমে শাহ-এর পতন ঘটে। খোমেনির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইরানে শিয়া সরকার গঠিত হয়। অতি চতুর খোমেনি ও শিয়া সম্প্রদায় এটাকে ইসলামী বিপ্লব হিসেবে চালিয়ে দেয়ার জন্য আদাজল খেয়ে নামে। বিভিন্ন মুসলিম দেশের কতিপয় আলেম ও সুন্নী শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে শিয়াদের সম্পর্কে সম্যক ধারনা না থাকার দরুন ইরানের বিপ্লবের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তবে পরবর্তীতে শিয়াদের আসলরূপ প্রকাশ হওয়ার পর অনেকে ফিরে আসেন।

সকল সুন্নী মুসলমানদের সম্পর্কে খোমেনির জঘন্য মন্তব্য

ইমাম খোমেনি বলেন, সুন্নীদের অভ্যাস হচ্ছে, আবু বকর ও উমর কুরআনের প্রকাশ্য হুকুম-আহকামের পরিপন্থী যা কিছু বলে এরা পবিত্র কুরআনের মুকাবিলায় সেটাকেই গ্রহণ করে এবং তাদের অনুসরণ করে। উমর ইসলামের মধ্যে যেসব পরিবর্তন, পরিবর্ধন করেছে এবং কুরআনী হুকুমের বিপরীতে যেসব হুকুম জারী করেছে সুন্নীরা কুরআনের আসল হুকুমের পরিবর্তে উমরের পরিবর্তন সমূহকে এবং তার জারী করা আহকামগুলোকে কবুল করেছে এবং বর্তমানে তারা সেগুলোরই অনুসরণ করছে। (কাশফুল আসরার)

তৃতীয় অধ্যায়

হেযবুত তওহীদ প্রসঙ্গ

বাতিল সম্প্রদায়ের আরেক নাম হেযবুত তওহীদ। এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব বায়েজিদ খান পন্নি। টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পরিবারে ১৯২৫ ইং সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলে পাঠ শেষে প্রথমে সাদাত কলেজ পরে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যায়ন করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি বিট্রিশ বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হন। সেই সুবাদে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর সংস্পর্শে আসেন। ১৯৯৫ ইং সনে ইসলামের সত্যিকার রূপ জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে তিনি **"হিযবুত তওহীদ"** নামে এই আন্দোলনের সূচনা করেন। তার লিখিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে- * তাকওয়া ও হেদায়া * এসলামের প্রকৃত রূপরেখা, হিযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, * আক্বীদা, * শ্রেনিহীন সমাজ সাম্যবাদ প্রকৃত ইসলাম, * বর্তমানের বিকৃত সুফীবাদ, * আল্লাহর মোজেযা হিযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা, * জিহাদ ফিতনা ও সন্ত্রাস ইত্যাদি। ২০১২ ইং সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তার মৃত্যুর পর হোসাইন মুহাম্মদ সেলিম এই দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭২ ইং সনে তিনি নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে বি.এস.এস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনিতে প্রথম হন এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৮ ইং সনে হিযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোহাম্মদ বায়েজিদ খান পন্নীর সংস্পর্শে আসেন। তার লিখিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে- * সওমের উদ্দেশ্য, * তওহীদ জান্নাতের চাবি ইত্যাদি।

এলম ও আমল ছাড়া দ্বীনের হাদী হওয়া যায় না

মানুষকে আল্লাহ খুবই সীমিত এলম দান করেছেন। এর দ্বারা মানুষ ইহকাল ও পরকালের ভালমন্দ তমিজ করতে অক্ষম। আল্লাহর এলম অসীম। মানুষের উভয় জগতের ভালমন্দের দিক-নির্দেশনা একমাত্র তিনিই দিতে সক্ষম। তিনি যুগে যুগে মানুষের হেদায়েতের জন্য কিতাব নাযিল করেছেন। সাথে সাথে এই কিতাবের ব্যাখ্য-বিশ্লেষনের জন্য নবী-রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম প্রেরণ করেছেন। সর্বপ্রথম তাঁরাই কিতাবের উপর আমল করেছেন। পরবর্তীতে মানুষকে কিতাবের পথে আহ্বান করেছেন। জনৈক সাহাবী হযরত আয়েশা রাযি.-কে প্রশ্ন করেন, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াছাল্লামের আখলাক-চরিত্র কী ছিল? তিনি প্রশ্নকারীকে বললেন, তুমি কি কুরআন পড়োনা? পবিত্র কুরআনই তাঁর আখলাক-চরিত্র। কুরআনে যা বর্ণিত আছে সবকিছুর উপর তাঁর আমল ছিল। কুরআনকে মানবাকৃতিতে দেখতে চাইলে তাঁকে দেখ। আর মানুষকে কিতাব আকৃতিতে দেখতে চাইলে কুরআনকে দেখ। অর্থাৎ তিনি এবং কুরআন এক ও অভিন্ন।

হিযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান পরিচালক এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতির দ্বারা প্রমানিত হয়েছে, তারা দুজনই প্রাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত; দ্বীনি এলম থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তাদের লিখিত বইয়ে ছবি থেকে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুন্নতের লেশ মাত্র দেখা যায় না। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, "মানুষের কথার কোন দাম নেই, আমলের দাম। এখলাছ ছাড়া আমলেরও কোন মূল্য নেই। সুন্নতের পাবন্দ হওয়া ব্যতিরেকে এখলাছও মূল্যহীন।

উপরুন্ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় হাজারো বাধা রয়েছে। ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের পাবন্দ হতে কোন বাধা-বিপত্তি নেই। সুতরাং যাদের পক্ষে সহজটা হয়না, কঠিনটা তাদের জন্য কিভাবে সম্ভব হবে। বাস্তবে এই ধরনের ব্যক্তিরা দ্বীনের খাদেম নয়, বরং ধর্ম ব্যবসায়ী মুসলমানদেরকে গোমরাহ করাই তাদের উদ্দেশ্য।

পর্দা ইসলমের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ

নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাতের মত পর্দাও ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শরীয়তের অন্যান্য হুকুম-আহকামের প্রতি মুসলমানরা গুরুত্ব প্রদান করলেও পর্দার প্রতি অনেকে উদাসিন। শরয়ী পর্দা বর্তমান নেই বললেই চলে। অপরদিকে তাগুতী শক্তি ও উশৃঙ্খল যৌনবাদী গোষ্টি অতি কৌশলে নারীদেরকে নিজস্ব ভুবন থেকে বের করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। প্রগতির নামে স্বাধীনতার নামে চরম বেহায়া আচরণের ফলে সমাজে সীমাহীন দুর্গতি নেমে আসছে। নারীরা খুন হচ্ছে অপহরনের শিকার হচ্ছে। শরীর এসিডে ঝলসে যাচ্ছে। শিশু থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষনের শিকার হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ পর্দাহীনতা। ইসলাম নাম ধারনকারী হিযবুত তওহীদ ও নারীদের বেপর্দা বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা শহরে তারা নারী-পুরুষ একত্র হয়ে মানববন্ধন করেছে, যা পত্র-পত্রিকায় প্রচার হয়েছে। তাদের যাবতীয় প্রোগ্রামে নারী-পুরুষ একত্রে হাত

তালি দেয়ার দৃশ্য মোবাইলে দেখা যায়। বাস্তবে এরা মুসলিম সমাজকে উলঙ্গ ও বেহায়া বানাতে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে লিপ্ত।

নামায ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রক্রিয়া

হিযবুত তওহীদের বদ্ধমূল ধারনা বর্তমানের ইসলাম আসল ইসলাম নয়। ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম এমনকি মুসলিম উম্মাহর আক্বিদাও বিকৃতি হয়ে গেছে। সুতরাং ইসলামকে মরিচা মুক্ত করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ কাজের জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল সুশিক্ষিত জাতি ও বাহিনী। ইহা ছাড়া কোন সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রাম সম্ভব নয়। তাই এ ঐক্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষার প্রক্রিয়া হল সালাত (নামায) কিন্তু সালাত (নামায) উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া মাত্র।

(বায়েজিদ খান পন্নি লিখিত আকিদা, পৃষ্ঠা-৮)

উল্লেখ্য তার এ উক্তি ও চিন্তাধারা জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদীর চিন্তা-চেতনার সাথে হুবহু মিল রয়েছে। তিনি বলেছেন বস্তুতঃ ইসলামে নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদিকে ইসলামী হুকুমত কায়েমের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

(তার লিখিত খুৎবাত উর্দু পৃষ্ঠা-৩৪৪, ৮ম মুদ্রণ ১৯৫২ইং)

আল্লাহ ইরশাদ করেন, আমি আমার সালেহীন বা নেককার বান্দাদেরকে যমিনের উত্তরাধিকারী বানাব। ইসলামে যত ইবাদত রয়েছে সবগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য- আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করা। নামাযের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ বেশি হওয়ার কথা কুরআন-হাদীসের একাধিক স্থানে সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে।

হিযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা ও তার অনুসারীদের উক্ত মন্তব্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মুখ্য উদ্দেশ্য; নামায তার উসিলা ও সহায়ক। যার ফলাফল দাঁড়ায়, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে নামায, রোজা ইত্যাদি ইবাদতের প্রয়োজন হবে না। কেননা মকসুদ হাসিল হয়ে গেলে উসিলা বা মাধ্যমের কোন প্রয়োজন থাকে না। অথচ আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আমি তাদেরকে ইসলামী হুকুমত দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং ভাল কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালাবে। (সুরা হজ্ব, আয়াত নং-৪১)

আল্লাহ সমস্ত বাতিল সম্প্রদায়ের খপ্পর থেকে সবাইকে আপন ঈমান-আমল হেফাজত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।